বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>046 >>08 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৪৬ >><< ০৮ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

হামাসের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালালো জার্মান কর্তৃপক্ষ

বার্লিনঃ ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস ও ফিলিস্তিনিপন্থী গোষ্ঠী সামিদুনের নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনায় বৃহস্পতিবার তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে জার্মান কর্তৃপক্ষ। জার্মানির অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক জানিয়েছে, চারটি অঙ্গরাজ্যে ১৫টি জায়গায় এই তল্লাশি চালানো হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ন্যান্সি ফেজার এক বিবৃতিতে বলেন, জার্মানিতে হামাস ও সামিদুন নিষিদ্ধ হওয়ায় আমরা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছি যে, ইসরাইলের বিরুদ্ধে হামাসের বর্বরোচিত সন্ত্রাসের সমর্থন বা মহিমান্বিত করাকে আমরা সহ্য করব না। এই মন্ত্রক আরও বলেছে, জার্মানিতে প্রায় ৪৫০ জন হামাস সদস্য রয়েছে এবং অপপ্রচার ও তহবিল সংগ্রহের কাজে তারা যুক্ত।

বাজার দর

SENSEX : 65970.04 -47.77
NIFTY : 19794.70 -7.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2600 °c	13.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .01 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .09 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

শ্রমিকদের থেকে আর মাত্র কয়েক মিটার দূরে উদ্ধারকারীরা

উত্তরাখণ্ড ঃ বৃহস্পতিবার রাতে কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। শুক্রবার ভোর থেকে ফের উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। রাতে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র বিকল হয়ে গেছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে উদ্ধারকারীরা জানিয়েছিলেন, ওই দিনই শ্রমিকদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে। বস্তুত, ওই দিনই শ্রমিকদের ১০ মিটারের মধ্যে পৌঁছে গেছিলেন উদ্ধারকারীরা। কিন্তু রাত পর্যন্ত উদ্ধারকাজ সম্পন্ন হয়নি। স্থানীয় প্রশাসন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, মূলত দুইটি কারণে বৃহস্পতিবার উদ্ধারকাজ শেষ করা যায়নি। ১০ মিটার দূরত্বে পৌঁছে ড্রিল করার সময় উদ্ধারকারীরা দেখেন, সুড়ঙ্গের গায়ে ধাতুর পাত বসানো আছে। ফলে সেখানে ড্রিল করা সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য রাস্তা খোঁজা শুরু হয়। একইসঙ্গে সুড়ঙ্গের উপর থেকে ড্রিল করে রাস্তা খোঁজার কাজও শুরু হয়ে যায়। দুপুর পর্যন্ত নতুন রাস্তা খোঁজার কাজ চলে। তারপর নতুন করে কাজ শুরু হয়।

রাতে শ্রমিকদের আরো কাছে পৌঁছে যায় উদ্ধারকারীরা। কিন্তু যে প্ল্যাটফর্মের উপর ড্রিলের যন্ত্র রেখে কাজ চলছিল, তাতে ফাটল দেখা যায়। ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল কিছুদিন আগে। ফাটল থেকে ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছিল। ফলে কোনো রকম ঝুঁকি নেননি উদ্ধারকারীরা। বস্তুত, এরইমধ্যে ড্রিলের যন্ত্রটিও বিকল হয়ে যায়। মার্কিন সেই যন্ত্র ঠিক করার জন্য পাঠানো হয় বাইরে। রাতের মতো কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। শুক্রবার ভোর থেকে ফের নতুন করে কাজ শুরু হয়েছে। তবে শুক্রবার প্রশাসন নতুন করে কোনো সময় বেঁধে দেয়নি। তারা জানিয়েছে, শ্রমিকদের খুব কাছে পৌঁছে গেছে উদ্ধারকারীরা। কিন্তু কতক্ষণে উদ্ধার করা সম্ভব হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। বস্তুত, শ্রমিকদের জন্য স্ট্রেচারও নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভিতরে। এখনো পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বলছে, ড্রিল করে একটি পাইপ বসানোর চেষ্টা চলছে। সেই পাইপের ভিতর দিয়েই শ্রমিকদের বাইরে আনার চেষ্টা করা হবে। এর আগেও শ্রমিকদের কাছ পর্যন্ত পাইপ বসানো হয়েছিল। ছয় ইঞ্চির সেই পাইপ দিয়ে শ্রমিকদের খাবার এবং ওষুধ পাঠানো হচ্ছে। তাদের সঙ্গে কথাও বলা হয়েছে।

এক উদ্ধারকারী জানিয়েছেন, শ্রমিকদের মধ্যে চারজন জানিয়েছেন, ভিতর থেকে শ্রমিকদের বার করার বিষয়ে তারা সমস্ত সাহায্য করবেন। সকলকে উদ্ধার করার পরেই তারা সুড়ঙ্গ থেকে বার হবেন। অর্থাৎ, শ্রমিকেরা মানসিক এবং শারীরিকভাবে এখনো সুস্থ আছেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

যদিও ঘটনাস্থলে ৪১টি অ্যাম্বুল্যান্স তৈরি রাখা হয়েছে। কাছেই একটি হাসপাতালে বেডের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেখানেই হবে। প্রয়োজন হলে তাদের যাতে হেলিকপ্টারে করে দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে।

নিজারের অভ্যুত্থানের নেতা প্রথম বিদেশ সফরে মালি যাচ্ছেন

নিজারঃ এএফপি'র একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন নিজারের সামরিক শাসক জেনারেল আবদুরাহামানে তিয়ানি গত জুলাইয়ে ক্ষমতা দখলের পর তার প্রথম আন্তর্জাতিক সফরে বৃহস্পতিবার মালি পৌঁছেছেন। সেখানে তিনি মালির সামরিক শাসক কর্নেল আসিমি গোইতার সঙ্গে সাক্ষাত করবেন।

নিজারের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মালি ও বুরকিনা ফাসোতে যথাক্রমে ২০২০ ও ২০২২ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক নেতারা ক্ষমতা দখল করে নেন। তারা নিজারের অভ্যুত্থান নেতাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে সাহেলের তিনটি দেশ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যার মধ্যে ঐ তিনটি দেশের যেকোনো একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর হামলা হলে তারা পরস্পরের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার বিধান রেখেছে। তারা অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ও পরিকল্পনা করছে।

শাসকরা তাদের দেশে জিহাদিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও ঐক্যবদ্ধ।

মালির প্রেসিডেন্টের দফতর জানিয়েছে, তিয়ানি মালির রাজধানী বামাকোতে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান কালে বন্ধুত্ব ও কাজ বিষয়ক এই সফরে তিনি গোইতার সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। তিয়ানি ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই নিজারে তিন বছরের মধ্যে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন।

এরই মধ্যে মালি ২০২৪ সালের শুরুতে যে নির্ধারিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে। মালি বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মালি নতুন সাহেল জোটের কার্য বিবরনিতে পার্থক্য দূর করার লক্ষ্যে আগামী সপ্তাহগুলোতে এই তিন দেশের মন্ত্রীদের নিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা করছে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইরানে পরিদর্শকদের বাধাদান, আইএইএর কাজে গুরুতর আঘাত ঃ গ্রসি

ভিয়েনা ঃ জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রধান রাফায়েল গ্রসি বুধবার জানিয়েছেন ইরানে জাতিসংঘের সব চেয়ে অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকদের দল থেকে কয়েকজনকে বাদ দিয়েছে সেই দেশ সংস্থার কাজের ক্ষেত্রে এ এক ভীষণ গুরুতর ধাক্কা। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা বা আইএইএকে সেপ্টেম্বরে তেহরান জানিয়েছিল, তারা সেই পদক্ষেপ নিচ্ছে যা পদচ্যুতি নামে পরিচিত। আইএইএ সেই সময় বলেছিল যে, ইরানকে এই কাজে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে যেভাবে এটি কার্যকর করা হয়েছে তা নজিরবিহীন এবং তাদের কাজের জন্য ক্ষতিকর। ইরানে অর্থবহ পরিদর্শন চালানোর ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ আইএইএর সক্ষমতাকে কতখানি প্রভাবিত করেছেএই বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হলে গ্রসি বলেন, আমাদের কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে এটা ভীষণ গুরুতর এক আঘাত। এই পদক্ষেপকে পুনরায় বিবেচনা করার জন্য তিনি ইরানকে অনুরোধ করছেন। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির মূলে রয়েছে ইউরেনিয়ামের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা। ইউরেনিয়ামকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চ মাত্রায় পরিশোধিত করা হয় যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা অস্ত্র তৈরির মানসম্পন্ন। ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টার কথা অস্বীকার করেছে তবে অন্য কোনো রাষ্ট্র এই অস্ত্র উৎপাদন না করে সেই স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। কতজন পরিদর্শককে পদ থেকে সরানো হয়েছে তা জানাবে না আইএইএ। কূটনীতিকদের মতে, এই সংখ্যাটা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের চেয়ে সামান্য বেশি। কর্মকর্তারা বলছেন,ইরানে নিযুক্ত ১০০ জনের বেশি পরিদর্শকের একাংশকে সরানো হলেও ইউরেনিয়ামের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁরা আইএইএর শীর্ষ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে

বন্ধ হল দিল্লির আফগান দূতাবাস

নয়াদিল্লি ঃ শুক্রবার সকালে বিবৃতি দিয়ে এই কথা জানিয়েছে নতুন দিল্লির আফগান দূতাবাস। ব্যাখ্যা করেছে বন্ধের কারণ।

আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় আসার পরেও দীর্ঘদিন খোলা ছিল ভারতে আফগানিস্তানের দূতাবাস। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তালেবানজমানার আগে ইসলামিক রিপাবলিক অফ আফগানিস্তানের পাঠানো কূটনীতিকেরাই এতদিন ধরে ভারতে আফগান দূতাবাসটি চালাচ্ছিলেন। এর আগে নভেম্বরে প্রথম তারা জানিয়েছিলেন, লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে তাদের পক্ষে আর দূতাবাস চালানো সম্ভব হচ্ছে না। শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে তারা জানিয়ে দিলেন, দূতাবাস বন্ধ করে ভবন ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হল। এবার ভারত ঠিক করবে, তারা কী চায়। কেন দূতাবাস বন্ধ করা হচ্ছে, এ নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য জানিয়েছেন দূতাবাসের কর্মীরা। তাদের বক্তব্য, তালেবান সরকার গঠনের পরেও দীর্ঘ দুই বছর তিন মাস ভারতে দূতাবাস চালিয়েছেন পুরনো দূতাবাস কর্মীরা। আফগানিস্তান যারা পালিয়ে সে সময় ভারতে এসেছেন, তাদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু বর্তমানে একটি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট অথবা স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হতে শুরু করেছে। তাদের দাবি, ভারত সরকার আফগান দূতাবাসের পুরনো কর্মীদের উপর আর ততটা ভরসা করছে না। তালেবানের পাঠানো নতুন কর্মীরা ভারতে আসতে শুরু করেছেন। তাদের সঙ্গে ভারতীয় প্রশাসন যোগাযোগ করতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে পুরনো কর্মীদের পক্ষে আর দূতাবাস চালানো সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, গত দুই বছরে ভারতে বসবাসকারী আফগানদের একটা বড় অংশ অন্য দেশে চলে গেছে। ছাত্ররা অন্য দেশে পড়তে চলে গেছে। ফলে ভারতে অবস্থিত আফগানদের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে বলে তাদের দাবি। নতুন করে তাদের সাহায্য করারও কিছু নেই। ববৃিতিতে বলা হয়েছে, যে সময় প্রয়োজন ছিল, সে সময় কোনো দিকে না তাকিয়ে সমস্ত সংকট উপেক্ষা করে আফগান শরণার্থীদের সাহায্য করার চেষ্টা হয়েছে। এখন সেই সংকট ফুরিয়েছে। ফলে দূতাবাসেরও কোনো প্রয়োজন নেই।

দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, অধিকাংশ দূতাবাস কর্মী অন্য দেশে চলে গেছেন। পুরনো কর্মী আর কেউই ভারতে নেই। ফলে দূতাবাস চালানোর লোকবল নেই। এবার ভারতকেই ঠিক করতে হবে দূতাবাস তারা কাদের হাতে তুলে দেবে। তালেবানের পাঠানো নতুন কর্মীদের হাতে? সরকারিভাবে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে এখনো মেনে নেয়নি ভারত। তবে কূটনৈতিক তৃতীয় স্তরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয়েছে বলে কোনো কোনো মহলের দাবি। শুক্রবার আফগান দূতাবাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দুপুর পর্যন্ত এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পরাজয় ▶ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতের হার

দোষারোপে বিরোধীদের লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী থেকে মোদী স্টেডিয়াম, বিজেপির নিশানায় ইন্দিরা গান্ধীও

কলকাতা ঃ রবিবার ১৯ নভেম্বর আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের পরাজয়ের পর শুধু যে ভারতের সমর্থকেরা হতাশ হয়ে পড়েছেন তাই নয়, এই পরাজয়কে কেন্দ্র করে চাপানউতোর চলছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। বিজেপি এবং বিরোধী দল কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

গুজরাটের আহমেদাবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালের আয়োজন নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক ছিল। বৃহস্পতিবার ২৩ নভেম্বর সেই বিতর্ক আরও উস্কে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তিনি বলেন, ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় বা ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হত তা হলে ভারত জিতত। তিনি এও বলেন, আমাদের খেলোয়াড়দের গেরুয়া পরিয়ে দিচ্ছে। ওরা পরতে চায়নি। তার পরেও নীল জার্সির মধ্যে গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। নাম না করে কেন্দ্রের শাসক দলকে 'পাপিষ্ঠ' বলেও সমালোচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী।

বিরোধীদের বক্তব্য, বিশ্বকাপ নিয়ে বিজেপি অনেক দিন ধরে পরিকল্পনা করেছিল। প্রথমে আহমেদাবাদের মোতেরা স্টেডিয়ামের সংস্কার করে তার নামকরণ নরেন্দ্র মোদীর নামে করা হয়। তার পর বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ও ফাইনাল ম্যাচ দুটোই ফেলা হয় সেই স্টেডিয়ামে। যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। বোর্ডের সচিবের পদে থেকে সেই সিদ্ধান্ত নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে জয় শাহ।

এর আগে প্রধানমন্ত্রীর নাম না করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বোঝাতে চান ফাইনালে নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি ভারতের জন্য শুভ ছিল না। টিপ্পনি করে তিনি বলেন, আমাদের ছেলেরা ভালই খেলছিল। কিন্তু স্টেডিয়ামে এক অপয়া বসেছিল। তার জন্যই ভারত হেরে গেল।

তার এই মন্তব্যে আপত্তি জানিয়ে ভারতের নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি। শুক্রবার ২৪ নভেম্বরের মধ্যে রাহুল গান্ধীকে এই বিষয়ে নিজের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

অন্যদিকে ফাইনালে ভারতের হারের জন্য দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

উত্তরপূর্বে ভারতের এই বিজেপি নেতার দাবি, গত রবিবার আহমেদাবাদে বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে ভারত। এর পিছনে সবথেকে বড় কারণ হল সেদিন ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন ছিল। আমরা কেন এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ম্যাচ হেরেছি সে বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলাম, ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনের দিন বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা হয়েছিল। কোহলিরা ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেললেন। আর সে কারণেই ভারত বিশ্বকাপ জিততে ব্যর্থ হল। তিনি আরও বলেন, বিসিসিআইয়ের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। যেদিন গান্ধী পরিবারের কোনও সদস্যদের জন্মদিন থাকবে, অনুগ্রহ করে সেই দিনে ভারতের কোনও খেলা রাখবেন না। আমি বিশ্বকাপ ফাইনাল থেকে এই শিক্ষাটা পেলাম।

ডাকাতদলের হাতে সূচনা হওয়া পুজোর এখন দায়িত্বে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এখনো পাঁচ বোন কালির পুজো হয় এক সঙ্গে

মালদহ ঃ ডাকাত দল পুজো দিতেন পাঁচ কালি দেবীর। এখনো সেই পাঁচ বোন কালির পুজো হয়ে আসছে মালদহ শহরে। ডাকাতদলের হাতে সূচনা হওয়া পুজোর এখন দায়িত্বে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এখনো পাঁচ বোন কালির পুজো হয় এক সঙ্গে। বিসর্জনের সময় শোভাযাত্রা সহকারে একসঙ্গে পাঁচ বোনকে নিয়ে যাওয়া হয় মহানন্দা নদীর ঘাটে।সেখানেই পাঁচ বোনের বিসর্জন দেওয়া হয়। পাথরের দেবি মূর্তি হয়ে যাওয়ার এখন দুইটি দেবি মূর্তির বিসর্জন হয়না। বাকি তিন বোনের বিসর্জন এখনো একসঙ্গে হয়ে থাকে।

মালদহ শহরের কালিতলা এলাকায় রয়েছে বড় বোন বুড়াকালি মন্দির, ষষ্ঠীতলা এলাকায় রয়েছে ডাকাতকালি, শহরের চিত্তররঞ্জন মার্কেট চত্বরে রয়েছে কাঁচাখাকি কালি ও মশানকালি, ছোট বোন তারাকালির মন্দির রয়েছে হাটখোলা এলাকায়। কথিত আছে এই পাঁচ বোন কালির পুজো শুরু করেছিল ডাকাত দল। মালদহ শহর তৈরির আগে এই অঞ্চল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। মহানন্দা নদীর তীরে এই ঘন জঙ্গলেই ডাকাত দল পাঁচটি কালির পুজো করত। গভীর রাতে ডাকাত দল পুজো করে ফিরে যেত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ঘন জঙ্গল এখন আর নেই। ইংরেজ কলনীর পর ধীরে ধীরে মালদহ শহর তৈরি হয়। মন্দির গুলিতে পুজো দিতে শুরু করেন স্থানীয়রা। এখন পাঁচটি পুজোর দায়িত্ব পালন করেন মন্দির চত্বরের বাসিন্দারা। আলাদা আলাদা ভাবে পুজো হলেও এখন প্রাচীন রীতি মেনেই পুজো হয় এই পাঁচ বোন কালির। প্রাচীন এই পাঁচ কালি মন্দিরের জাঁকজমক বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু ভক্ত এই পুজোয় সামিল হয়। এমন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই পুজো দেখতে আসেন। এখনো পুজোর পরপর সমস্ত বোনকে মন্দির থেকে একসঙ্গে বার করা হয়। ছোট বোন তারাকালি মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে শোভাযাত্রা সহকারে সমস্ত দেবি মূর্তি মহানন্দা নদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই বিসর্জন হয়। তবে দুই বোনের দেবি মূর্তি পাথরের তৈরি করেছেন উদ্যোগতারা। তাঁদের আর বিসর্জন হয় না। তবে প্রাচীন রীতি মেনেই এখনো পুজো হয়।

দুই ফোঁটা জল দিলেই মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠছে ইলেকট্রনিক্স প্রদীপ দীপাবলীর বাজার কাঁপাচ্ছে

মালদা ঃ দুই ফোঁটা জল দিলেই মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠছে ইলেকট্রনিক্স প্রদীপ । হুবহু মাটির প্রদীপের মতো দেখতে এই ইলেকট্রনিক্সের প্রদীপ এবার দীপাবলীর বাজার কাঁপাচ্ছে। দোকানে এসে ক্রেতারা এমন আশ্চর্য প্রদীপ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। ৩০ থেকে ৫০ টাকা পিস হিসাবে বিক্রি হচ্ছে এই ইলেকট্রনিক্স প্রদীপ । ক্রেতাদের সামনেই প্রদীপের মধ্যে দুই ফোঁটা জল দিয়েই আলো জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন । আর দীপাবলির আগে এই প্রদীপ কিনতে এখন মালদার বিভিন্ন বাজার গুলিতে উপচে পড়েছে ক্রেতাদের ভীড়।

ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বক্তব্য, তাঁর লাগিয়ে টুনি বাল্ব জালানোর যে ঝামেলা, তা এই প্রদীপে নেই। জোরে বাতাস হলেও এই প্রদীপ নেভার কোনো সম্ভাবনা নেই। অথচ তেলের বদলে দুই ফোঁটা জল দিলেই দীর্ঘক্ষণ জলে থাকছে ইলেকট্রনিক্স প্রদীপ। আলোর তীব্রতা এতটাই ভালো যে জ্বলজ্বল করে উঠছে। একদম মাটির রং এর মতোই দেখতে প্রদীপগুলি দাম অবশ্য এককে জন বিক্রেতারা এক এক রকম চাইছেন. আর এনিয়ে অবশ্য ক্রেতাদের মধ্যে সামান্য হলেও অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, মালদার ইংরেজবাজার শহরের রবীন্দ্র এভিনিউ , রথবাড়ি, গৌররোড, স্টেশন রোড, রাজমহল রোড সহ একাধিক এলাকায় ইলেকট্রনিক্সের দোকানেই বিভিন্ন আলোকবাতির পাশাপাশি এই ধরনের আশ্চর্য প্রদীপ বিক্রির শুরু হয়েছে। দোকানে ক্রেতারা আসলেই তাদের সামনেই দুইফোঁটা জল দিয়েই প্রদীপ জ্বালিয়ে সকলকে অবাক করে দিচ্ছেন দোকানীরা। সেই মুহূর্তে তারা টুনি বাল্ব কেনার পাশাপাশি এই প্রদীপ কেনার দিকেও ঝুঁকে পড়ছেন। একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট এই প্রদীপের এবার চাহিদা এতটাই যে, দীপাবলির মরশুমে ভালো মুনাফার আশা করছেন বিক্রেতারা।

যদিও এই প্রদীপ নিয়ে ইলেকট্রনিক্স বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, যে ধরনের লাইট এই প্রদীপে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ প্লাস্টিকের এবং এই প্রদীপের মধ্যে দুটো ট্যাবলেট ব্যাটারি যুক্ত রয়েছে। যার আর্থিং কানেক্টর ব্যাটারি সঙ্গে লাইটের মধ্যে যুক্ত রয়েছে। ফলে জল পড়লেই সেই প্রদীপের আলো জ্বলে উঠছে । এতে কোনোরকম কারেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। হুবহু মাটির মতো দেখতেই প্রদীপের দিকেই বেশি মানুষ কেনার আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

ইংরেজবাজার শহরের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মার্কেটের ইলেকট্রনিক্স প্রদীপ বিক্রেতা দেবু সাহা বলেন, প্রতিবছরই দীপাবলীর মরশুমে হরেক রকমের লাইট আমরা বেচাকেনা করে থাকি। টুনি বাল্বের কদর প্রতিবছরি থাকে । কিন্তু এবছর এই ইলেকট্রনিক্স প্রদীপের চাহিদা ক্রেতাদের মধ্যে দারুন ভাবে দেখা দিয়েছে। ৩০ থেকে ৫০ টাকা সাইজ অনুপাতে এই ইলেকট্রনিক্স প্রদীপ বিক্রি হচ্ছে । আবার কোথাও ১০০ থেকে দেড়শ টাকারও প্রদীপ রয়েছে। এবারে লাভের মাত্রাটা ভালোই হবে বলে ধারণা বিক্রেতাদের।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, গত দুই বছর করোনার সংক্রমণের পর ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন ধরনের আলোকসজ্জা বিক্রি করে এখন তারা স্বনির্ভর হচ্ছেন। তবে এবারের বাজারে এই ধরনের ইলেকট্রনিক্স প্রদীপের চাহিদা খুব ভালো রয়েছে বলে শুনেছি। তাতে যেমন ক্রেতাদের সুবিধা হচ্ছে। ঠিক বিক্রেতারাও লাভ করুক এটাই আশা করছি।

ট্রাক থেকে মোট ৩৯টি গরু উদ্ধার, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা আটক

শিলিগুড়ি ঃ মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে একটি ট্রাক আটক করে পুলিশ এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় গরু। এই ঘটনায় ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম আব্দুল মাসুম(২৩)। সে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ট্রাক থেকে মোট ৩৯টি গরু উদ্ধার হয়েছে এবং গরু গুলো ইটাহার থেকে আসামে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তৃণমূল কর্মীর এক পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো কালিয়াচকের মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ তৃণমূল কর্মীর এক পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো কালিয়াচকের মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে । প্রাণভয়ে ওই তৃণমূল কর্মীর পরিবার গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে অন্যত্র। এমনকি কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা পরেও পুলিশ প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ । অবশেষে ওই তৃণমূল কর্মীর পরিবার পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকেও লিখিত চিঠি পাঠিয়েছেন। বিষয়টি জানতে পেরে অবশ্যই নড়েচড়ে বসেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। ওই তৃণমূল কর্মীর পরিবারের বাড়ির সামনে আপাতত একটি সিভিক ভলেন্টিয়ার বসিয়ে দায়িত্ব এড়িয়েছে পুলিশ বলে অভিযোগ। যদিও এই ঘটনাই প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে নি পুলিশ বলে অভিযোগ।

টিটাগর পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান প্রশান্ত চৌধুরী ইডি দপ্তরে আসলেন

কলকাতা ঃ টিটাগর পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান প্রশান্ত চৌধুরী ইডি দপ্তরে আসলেন। পুরনিযয়োগে দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসা কাদের জন্য তাকে ডাকা হয়। এর আগে প্রশান্ত চৌধুরীর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ই ডি, তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে তৎপর ইডি। আবারো ইডির দপ্তরে হাজির কামারহাটি পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল সাহা

কামারহাটি ঃ পুরোসভায় নিযয়োগে দুর্নীতির তদন্তে নেমে বার বার কামারহাটি পৌরসভার নাম সামনে এসেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে। আর এর সাথে যোগ রয়েছে কামারহাটি পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল সাহার । এমনই মনে করছেন ইডির আধিকারিকেরা। আর তাই বারবার শিজিও কমপ্লেক্সে তলব করছেন ইডির আধিকারিকেরা। গত ৫ই অক্টোবর পুরো সভায় নিযয়োগে সংক্রান্ত দুর্নীতির তদন্তে এসে কামারহাটি পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল সাহার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটেদের আধিকারিকেরা। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি তারা সংগ্রহ করে নিয়ে যান সাথে গোপাল সাহার মোবাইল পেনড্রাইভ ও বাজেয়াপ্ত করা হয়। আগামী দিনে প্রযয়োজনে যতবার ইসির আধিকারিকেরা তাকে ডেকে পাঠাবেন তিনি সবসময় তদন্তের স্বার্থে সহযোগিতা করতে সক্ষম থাকবেন বলেও জানিয়েছিলেন গোপাল সাহা। ফের আজকে তাকে ইডির দপ্তরে ডেকে পাঠানো হলে সকাল সকাল একেবারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাতে নথি নিয়ে হাজির হন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বারবার একই কথা বলেন যে দরকারে তিনি সব রকম ভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আর তাই তিনি ইডির দপ্তরে হাজির হয়েছেন।

ডায়মন্ডহারবার আদালতে হাজিরা দিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

সুদেষ্ণা মন্ডল , ডায়মন্ডহারবার ঃ ডায়মন্ড হারবারে একটি পুরোনো মামলায় ডায়মন্ড হারবার মহকুমার আদালতে হাজির দিলেন বিজেপি সংসদ দিলীপ ঘোষ। আদালত সূত্রে জানা যায়,২০১৯ এবং ২০২১ এর পৃথক দুটি মামলায় মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার আদালতে হাজিরা দেন তিনি। সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে দক্ষিন ২৪ পরগণার ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী । এমনি জল্পনা উঠেছে রাজনৈতিক মহলে।আর এই বিষয়ে আদালতে হাজির দিয়ে তিনি বলেন,নওশাদ সিদ্দিকী ডায়মন্ড হারবারে কেন দার্জিলিঙেও দাঁড়াতে পারেন। এছাড়াও সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের মন্তব্যকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কাশিতে গিয়ে ভোটে দাঁড়ান দেখব কত দাম। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন মমতাবন্দোপাধ্যায় চুরি করেন নি কিন্তু তার আশেপাশের লোকজন তো ডাকাত চাল কয়লা বালি গরু কিছুই বাদ দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ু ১০০ বছর চাঁন তিনি কারণ তার আশেপাশের লোক গুলো চুরির গায়ে জেলে গেলে তিনি। যাতে দেখতে পান। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্মদিনে ও শুভেচ্ছা জানান তিনি। অনুপম হাজরার মন্তব্য নিয়ে তিনি বলেন দলের মধ্যে গণতন্ত্র আছে তাই দলের মধ্যে থেকে কর্মীরা নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারেন।

রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ইডি আধিকারিকরা ম্যারাথন তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছেন ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা

কলকাতা ঃ অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডের কলকাতার AJC Bose road এর অফিস থেকে ১ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে, ইডি সূত্র। ইডি সূত্রের খবর, এই টাকা এই অফিসে একটি জায়গাতে লুকোনো অবস্থায় ছিল। ইডির অনুমান, এইগুলোই রেশন বণ্টন দুর্নীতির কালো টাকা।ED সূত্রের খবর, গত ৪ ই নভেম্বর ও ৫ ই নভেম্বর বিভিন্ন অফিসে তল্লাশি চালিয়ে ৪০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এবং শুধুমাত্র অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেড এর অফিস থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১ কোটি টাকা। অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত শুধু তল্লাশি চালিয়ে রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ইডি বাজেয়াপ্ত করেছেন ¯ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা । তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডে ডাইরেক্টরদের সঙ্গে নাম জড়িয়ে গিয়েছিল বিহারের পশু খাদ্য দুর্নীতি মামলার।

সুন্দরবনের ঝড়খালিতে নদী ভাঙনের ফলে নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক দোকান ঘর

সুদেষ্ণা মন্ডল , ঝড়খালি ঃ সুন্দরবনের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হল বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি। হেড়োভাঙা নদীর লাগোয়া ঝড়খালি পর্যটনকেন্দ্রে শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। প্রাকৃতিক রোষের মুখে পড়ল পর্যটন কেন্দ্র লাগুয়া ব্যবসায়ীরা। নদী ভাঙনের ফলে রাতের ঘুম উড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার ঝড়খালি। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় , গত কয়েক দিন থেকে ঝড়খালি জেটিঘাট সংলগ্ন মাতলা নদী পাড় আচমকায় ধস নামে। ধসের জেরে নদীগর্ভে তলিয়ে যায় একটি ব্যবসায়ী ইউনিয়ন অফিস ও একটি দোকান ঘর এর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গাছ নদী গর্ভে তলিয়ে যায়। এরপর গতকাল গভীর রাত্রে নদী ভাঙনের জেরে ঝড়খালি জেটিঘাটের রাস্তাটি বেশ কিছু অংশ তলিয়ে যায় এবং তলিয়ে যায় ঝড়খালি ইকো ট্যুরিজম গেট।

উত্থান একাদশী ও উত্থান একাদশী মাহাত্ম্য

পারণ মন্ত্র একাদশ্যাং নিরাহারো ব্রতেনানেন কেশব।
প্রসীদ সুমুখ নাথ ঙ্গানদৃষ্টিপ্রদো ভব।।

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদ সংবাদে বর্ণিত আছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন হে পুরুষোত্তম! কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম আমার কাছে কৃপা করে বর্ণনা করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে রাজন! কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী 'উত্থান' বা 'প্রবোধিনী' নামে পরিচিত। প্রজাপতি ব্রহ্মা পূর্বে নারদের কাছে এই একাদশীর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। এখন তুমি আমার কাছে সেই কথা শ্রবণ কর। দেবর্ষি নারদ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বললেন হে মহাত্মা! যে একাদশীতে ভগবান শ্রী গোবিন্দ শয়ন থেকে জেগে ওঠেন, সেই একাদশীর মাহাত্ম্য আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করুন। ব্রহ্মা বললেন হে নারদ! উত্থান একাদশী যথার্থই পাপনাশিনী, পুণ্যকারী ও মুক্তি প্রদানকারী। এই ব্রত নিষ্ঠা সহকারে পালন করলে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। জগতের দুর্লভ বস্তুর প্রাপ্তির কথা কি আর বলব। এই একাদশী ভক্তি পরায়ন ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা, রাজ্য ও সুখ প্রদান করে। এই ব্রতের প্রভাবে পর্বত প্রমাণ পাপরাশি বিনষ্ট হয়। যারা একাদশীতে রাত্রি জাগরণ করেন, তাদের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়। শ্রেষ্ঠ মুনিগণ তপস্যার দ্বারা যে ফল লাভ করেন, এই ব্রতের উপবাসে তা পাওয়া যায়। যথাযথ ভাবে এই ব্রত পালনে আশাতীত ফল লাভ হয়। কিন্তু অবিধিতে উপবাস করলে স্বল্পমাত্র ফল লাভ হয়। যারা এই একাদশীর ধ্যান করেন, তাদের পূর্বপুরুষেরা স্বর্গে আনন্দে বাস করেন। এই একাদশী উপবাস ফলে ব্রহ্মহত্যা জনিত ভয়ঙ্কর নরক যাতনা থেকে নিস্তার পেয়ে বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাও যা সহজে লাভ হয় না, তীর্থে স্বর্ণ প্রভৃতি দান করলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, এই উপবাসের রাত্রি জাগরণে সেই সকল অনায়াসে লাভ হয়। যিনি সঠিক ভাবে উত্থান একাদশী অনুষ্ঠান করেন, তার গৃহে ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ এসে উপস্থিত হয়। হে নারদ! বিষ্ণুর প্রিয়তমা এই একাদশী উপবাস ফলে সর্ব শাস্ত্রে জ্ঞান ও তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে চরমে মুক্তি লাভ হয়। যিনি সমস্ত লৌকিক ধর্ম পরিত্যাগ করে ভক্তি সহকারে এই ব্রত পালন করেন তাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। এমনকি মন ও বাক্য দ্বারা অর্জিত পাপরাশিও শ্রী গোবিন্দের অর্চনে বিনষ্ট হয়।

হে বৎস! এই ব্রতে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রী জনার্দনের উদ্দেশ্যে স্নান, দান, জপ, কীর্তন ও হোমাদি করলে অক্ষয় লাভ হয়। যারা উপবাস দিনে শ্রী হরির প্রতি ভক্তি সহকারে দিন যাপন করেন, তাদের পক্ষে জগতে দুর্লভ বলে আর কিছু নেই। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণে স্নান করলে যে পুণ্য হয়, এই উপবাসে রাত্রি জাগরণ করলে তার সহস্র গুন সুকৃতি লাভ হয়। তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম ধ্যান আদির ফলে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, উত্থান একাদশী পালন না করলে সে সমস্ত নিস্ফল হয়ে যায়। হে নারদ! শ্রী হরি বাসরে শ্রী জনার্দনের পূজা বিশেষ ভক্তি সহকারে করবে। তা না হলে শতজন্মার্জিত পুণ্য ও বিফল হয়। হে বৎস! যিনি কার্তিক মাসে সর্বদা ভাগবত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন। ভগবান হরি ভক্তি মূলক শাস্ত্রপাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কিন্তু দান, জপ, যজ্ঞাদি দ্বারা তেমন প্রীত হন না। এই মাসে শ্রী বিষ্ণুর নাম, গুন, রূপ, লীলাদি শ্রবণ কীর্তন অথবা শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠের ফলে শত শত গোদানের ফল লাভ করা যায়।

অতএব হে মুনিবর! কার্তিক মাসে সমস্ত গৌণধর্ম বর্জন করে শ্রী কেশবের সামনে হরি কথা শ্রবণ কীর্তন করা কর্তব্য। কোনো ব্যক্তি যদি ভক্তি সহকারে এই মাসে ভক্তসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ কীর্তন করেন, তবে তার শতকুল উদ্ধার হন এবং হাজার হাজার দুগ্ধবতী গাভী দানের ফল অনায়াসে লাভ হয়। এই মাসে পবিত্র ভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুনাদির শ্রবণ কীর্তনে দিন যাপন করলে তার আর পুনর্জন্ম হবে না। এই মাসে বহু ফলমূল, ফুল, অগুরু, কর্পূর ও চন্দন দিয়ে শ্রী হরির পূজা করা কর্তব্য। সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করলে যে পুণ্য হয়, উত্থান একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদানে তার কোটি গুন সুকৃতি লাভ হয়। শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ বন্দনাদি নববিধা ভক্তির সাথে তুলসীর সেবার জন্য যারা বীজ রোপণ, জল সেচন ইত্যাদি করেন, তারা মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠ বাসী হন। হে নারদ! সহস্র সুগন্ধি পুষ্পে দেবতার অর্চনে বা সহস্র সহস্র যজ্ঞ ও দানে যে ফল লাভ হয়, এই মাসে হরি বাসরে একটি মাত্র তুলসী পাতা শ্রী ভগবানের চরণ কমলে অর্পণ করলে তার অনন্ত কোটি গুন লাভ করা যায়।

চরম সমস্যায় প্রায় ১৫ জন অস্থায়ী কর্মী

মালদা ঃ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বেতন। চরম সমস্যায় প্রায় ১৫ জন অস্থায়ী কর্মী। বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে এই শ্রমিকরা।মৎস্য দপ্তরের অন্তর্গত মালদার ইংরেজ বাজারের বড় সাগরদিঘী মৎস্য খামার। এখানে অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন প্রায় ১৫ জন। তাদের অভিযোগ গত ১৮-১৯ মাস ধরে তারা মাইনে পাচ্ছে না। ফলে চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে তারা। জেলা প্রশাসনিক মহল এর বিভিন্ন জায়গায় জানিও কোন লাভ হয়নি। এই পরিস্থিতির মধ্যে চরম সমস্যার মুখে এই কর্মীরা। এর মধ্যে কার্যত একজন বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বেতন না চালু হলে ভিন রাজ্যে গিয়ে তাদের পরিযায়ী হতে হবে।

শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির । তৃণমূলের দাবি বিষয়টি জানা নেই তবে খোঁজখবর নিয়ে জেলা প্রশাসনকে বলবো বিষয়টি গুরুত্ব দেখার জন্য ।

ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বড়সাকো মডেল ফিশ ফার্মের ১৫ জন জন অস্থায়ী কর্মী প্রায় ১৯ মাস ধরে পাচ্ছেন না রীতিমতো চরম সমস্যায় পরিবারগুলিড অর্থের অভাবে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে না পাশাপাশি সংসার চালাতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে চারিধারে দিনের পর দিন দেনা বাড়ছে। অর্থের অভাবে চিকিৎসা না করাতে পেরে কয়েক মাস আগে এক অস্থায়ী কর্মী মৃত্যু ঘটেছে।

পরবর্তীতে তার স্ত্রী ও স্বামীর জায়গায় কাজ যোগদান করেছে কিন্তু সেও বেতন পাচ্ছে না ।

অস্থায়ী কর্মীরা এই বিষয়ে মালদা জেলা পরিষদ ,জেলা প্রশাসন ,মৎস্য ভবন, এমনকি ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতি কেউ চিঠি দিয়ে বারংবার জানিয়েছে তাতেও কোন সুরাহা হয়নিড এইভাবে বেতন না পেলে আগামী দিনে তাদের আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু উপায় থাকবেন না জানাচ্ছেন অস্থায়ী কর্মীরাডড পাশাপাশি বেতনের দাবিতে হাতজোড় করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। ইংরেজ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেশ পাল জানান ইতিমধ্যেই অস্থায়ী কর্মীরা বিষয়টি তাদেরকে জানিয়েছেন তবে সংখ্যাটি ১৫ জন সেটা জানা ছিলনা । সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে আশা করা যায় খুব শীঘ্রই অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া হবে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে, ওএমআর শিট কারচুপি মামলায় এবার সিবিআইয়ের স্ক্যানারে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির প্রজেক্ট ম্যানেজার

কলকাতা ঃএবার শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি কাণ্ডে, ওএমআর শিট কারচুপি মামলায় এবার সিবিআইয়ের স্ক্যানারে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির প্রজেক্ট ম্যানেজার , ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিবিআই অফিসাররা ,এই মামলায় আগেই গ্রেফতার হয়েছেন এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির ডেটা প্রসেসিং প্রোগ্রামার পার্থ সেন , গ্রেফতার করা হয়েছিল সংস্থার ডিরেক্টর কৌশিক মাজি , সিবিআই সূত্রের খবর এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির প্রজেক্ট ম্যানেজার কে জিজ্ঞাসাবাদে একাধিক তথ্য প্রমাণ মিলেছে, যা আগামীদিনে আদালতে পেশ করা হবে ।

নবদ্বীপে সন্ধান মিলল অস্ত্র তৈরীর কারখানা

নদিয়া ঃঅবশেষে নবদ্বীপে সন্ধান মিলল অস্ত্র তৈরীর কারখানা। কি অবাক হচ্ছেন, না এই অস্ত্র আপনি যে অস্ত্র ভাবছেন সেই অস্ত্র নয়। দেবদেবীর হাতে যে অস্ত্র লক্ষ্য করা যায় সেই অস্ত্রের কথায় এখানে বলা হচ্ছে। দুর্গাপুজো চলে গেল সামনেই আসছে কালীপুজো। এরপরই জগদ্ধাত্রী পুজো, আর তার পরই আসছে নবদ্বীপের অন্যতম উৎসব রাশ উৎসব। এই সমস্ত উৎসবে যে সমস্ত দেবদেবীর আরাধনা করা হয় সেই সমস্ত দেবদেবীর হাতে যে অস্ত্র লক্ষ্য করা যায়, সেই অস্ত্রের কারখানা কিন্তু রয়েছে নবদ্বীপ শহরের বুকে ছোটো একটি জায়গায়। নবদ্বীপ থানার একদমই পাশে একটি বাড়িতে পিতলের সেই অস্ত্র তৈরি হয় সারা বছর ধরে। যদিও সারা বছর অস্ত্র তৈরি হলেও, বছরের এই কটা দিন কিন্তু তাদের ব্যস্ততা থাকে তুঙ্গে। মূলত পিতল দিয়ে তৈরি করা হয় এই অস্ত্র। ছেনি হাতুড়ি দিয়ে লাগাতার পিটিয়ে কারুকার্য করে এই অস্ত্র প্রস্তুত করা হয়।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে হানা দিল ইডি , রাজারহাটের এই ফ্ল্যাট থেকেই গ্রেফতার হন কুন্তল

কলকাতা ঃনিযয়োগে দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে হানা দিল ইডি , রাজারহাটের এই ফ্ল্যাট থেকেই গ্রেফতার হন কুন্তল , আবাসন কর্তৃপক্ষের দাবি, এখানে কুন্তল ঘোষ ভাড়া থাকতেন ওই ফ্ল্যাট এখন বিক্রি হয়ে গিয়েছে , রাজারহাটের এই ফ্ল্যাট এর ৯ তলায় থাকতেন কুন্তল সেই ফ্লাটে অভিযান শুরু করেছে ই ডি, সূত্রের খবর কুন্তল ঘোষ গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই ফ্ল্যাট হস্তান্তর হয়েছে এবং এই ফ্ল্যাটের অন্য একজন থাকছে , কুন্তল ঘোষ দাবী করেছিল এই ফ্ল্যাটে তিনি ভাড়া থাকতেন এই ফ্ল্যাটের মালিক তিনি নন সেই বক্তব্যের সত্যতা কতটা রয়েছে সেটা জানতেই , এখন যারা ওই ফ্ল্যাটে রয়েছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা বাত করে এডি জানতে চাইছে এই হস্তান্তরের প্রক্রিয়া কিভাবে হল , এই ফ্ল্যাট কি কোনো ভাবে বিক্রি করা হয়েছে এটা কি কোনো ভাবে বেনামী সম্পত্তি ছিল কুন্তলের , এখন যারা থেকেছেন তাদের থাকার পারমিশন তারা কি করে পেলেন কোনভাবে টাকার লেনদেন কি হয়েছে সেই টাকার লেনদেনে কি কোন ভাবে কুন্তল ঘোষ বা কুন্তল ঘোষ এর পরিবার যুক্ত রয়েছেন সেই সমস্ত বিষয় জানতেই এটি তদন্তকারী আধিকারিকরা পৌঁছে গেছেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

শহরে ডেঙ্গুর কারণে আরও একটি মৃত্যুর ঘটনায় হতবাক সিপিআইএম, কর্পোরেশন কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করল

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। শহরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পুরকমিশনারকে স্মারকলিপি প্রদান করল CPIM ৩ নং এরিয়া কমিটি। কোন ওয়ার্ডে কত সংখ্যক ডেঙ্গুতে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং ডেঙ্গু মোকাবেলায় পুরনিগমের পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা যাতে জানানো হয় এমন দাবি তুলে ধরা হয়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুরনিগমের পরিষদীয় দলনেতা মুন্সী নুরুল ইসলাম বলেন, পুরনিগম যতটা গুরুত্ব অন্য কার্যকলাপে দিচ্ছে ততটা গুরুত্ব ডেঙ্গুকে নিয়ে দিচ্ছে না। ফলে শহরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই সংখ্যায় যাতে নিয়ন্ত্রণ আনা হয় তার জন্য পূরনিগমকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি তুলে ধরা হয়। তা না হলে আগামীতে পথে নামার হুমকি দেন তিনি।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ ডেঙ্গুতে মৃত্যু শিলিগুড়িতে।জানা যায় ২৩ নম্বর ওর্য়াডের রাজীব গান্ধী বাই লেনের বাসিন্দা বাপ্পা রায় (৩০) জ্বর ও শরীরের নানান সমস্যা নিয়ে গত সোমবার খালপাড়ার একটি বেসরকারি নাসিং হোমে ভর্তি হন।এরপর গতকাল সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাবার পর রাতেই তার মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা যায় ডেঙ্গুর কারনে প্লেটলেট কমে যাওয়ায় মৃত্য হয়েছে।কাউন্সিলর এর বক্তব্য এলাকা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, তবে এই ঘটনা কিভাবে হলো তা বোঝা যাচ্ছে না।

দোষীরা শাস্তি না পাওয়ায় মীনাক্ষী মুখার্জির কাছে অভিযোগ করেন গণধর্ষণ নিগৃহীতা আদিবাসী মহিলা

শিলিগুড়ি ঃ পদযাত্রা ফাঁসিদেওয়ায় এসে পৌঁছলে ঘোষপুকুরে ১৬ আগস্ট ফারাবাড়ি র গণধর্ষণ নিগৃহীতা আদিবাসী মহিলা থানায় এজাহার করবার পরেও দোষীরা শাস্তি না পাওয়ায় মীনাক্ষী মুখার্জির কাছে অভিযোগ করেন। জানান অভিযুক্তরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । সেইসঙ্গে তাদেরকে শাসানি দেওয়া হচ্ছে। সব টা শুনে রাজ্যকে কটাক্ষ করেন তিনি বলেন এই এলাকা থেকে যিনি লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন , তিনি বিজেপির প্রতিনিধি । রাজ্যে রয়েছে তৃণমূলের সরকার । সরকারের পুলিস স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা রাজ্যে একের পর এক নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে।গত তিন চার মাসে এই শিলিগুড়িতেই ৫ থেকে ছটি ঘটনা ঘটেছে । যে ঘটনাগুলি প্রকাশ্যে এসেছে। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা প্রকাশ্যে আসে না । এমন অনেক ঘটনা রয়েছে পুলিশের ভয়েতে কিংবা রাজনৈতিক চাপে প্রকাশ্যে আসে না । তিনি প্রশ্ন তোলেন এটাই কি ইনসাফ

রাত থেকে নিখোঁজ এক ব্যক্তির লাশ সকালে মাঠ থেকে উদ্ধার, চাঞ্চল্য

উত্তর দিনাজপুর ঃ বুধবার ভোর রাতে বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে ধানের জমি থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে ধোঁয়াশা শুরু হয়েছে। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার পন্ডিতপোতা এলাকায়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম কামরুল হক। বয়স আনুমানিক (৫০)। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকেই নিখোঁজ ছিল কামরুল হক নামে ওই ব্যক্তি। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির বুধবার ভোর রাতে ধানের জমি থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ কেউ বা কারা ওই ব্যক্তিকে খুন করে এখানে ফেলে দিয়েছে। খবর দেওয়া হয় ইসলামপুর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ইসলামপুর গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাথমিকে শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনে নামলো শতাধিক চাকরি প্রার্থী

জলপাইগুড়ি ঃ প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনে নামলো ২০২২ সালের টেট পাস করা শতাধিক প্রাথমিক চাকরি প্রার্থী। বুধবার দুপুরে জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান করেন তারা।হবু শিক্ষকরা এদিন সকালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ভবনের সামনে জমায়েত হয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবি জানান।চাকরি প্রার্থীরা বলেন, ২০২২ সালে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে টেট পরীক্ষা হয়েছে। তাই অবিলম্বে টেট পাশ করা সমস্ত শিক্ষককে চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে। এই দাবিতে জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ দপ্তরের সামনে অবস্থান আন্দোলন শুরু করেন তারা। অবিলম্বে টেট পাশ করা সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক চাকরি প্রার্থীকে শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবি করেন আন্দোলনকারীরা।বুধবার সকাল থেকে এই অবস্থান আন্দোলন শুরু হয়।

রেঞ্জ অফিসে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন

জলপাইগুড়ি ঃজলপাইগুড়ি বনবিভাগের মোরাঘাট রেঞ্জ অফিসে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে বন বিভাগের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক থেকে বন কর্মী এমনকি কাঠ ব্যবসায়ীরাও সামিল। এদিন সকাল থেকেই মোরাঘাট রেঞ্জ অফিসে কর্মরত আধিকারিকেরা একে একে নিজের দায়িত্ব সেরে রক্তের সংকট মেটাতে স্বেচ্ছায় রক্তদানে সামিল হন।মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের রক্ত বিভাগের এক বিশেষ প্রতিনিধি দলের চিকিৎসকদের দ্বারা শারীরিক পরীক্ষা করার পরেই রক্ত দাতাদের রক্ত নেওয়া হয়।এ দিনের শিবিরে মোট ৩১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হলো।মোরাঘাট রেঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেঞ্জার রাজকুমার পাল জানান, রেঞ্জ অফিসে গত ৭৫ বছর ধরে নিষ্ঠা ও পূর্ববর্তী আধিকারিকদের নির্দেশে শ্যামা মায়ের পুজো হয়ে আসছে। যার অন্যতম একটি কর্মসূচি হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। আর কালীপুজোকে ঘিরে যখন মন্দিরে পুজো প্রস্তুতি চলছে তারই পাশাপাশি আজ রেঞ্জ অফিস চত্বরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। প্রত্যেকটি রক্তদাতাদের গাছের চারা হাতে তুলে দিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করানো হয় বন ও বন্যপ্রাণী সহ গাছ বাঁচানোর অঙ্গীকার মাথায় রাখার।

কোচবিহারে দুটি বোমা উদ্ধার, বিজেপির বিজয়া সম্মেলনকে ব্যাহত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ টাকুয়ামারি রবীন্দ্রনাথ MSK এর বারান্দা থেকে উদ্ধার হল দুটি তাজা বোমা। ঘটনায় চাঞ্চল্য পাশাপাশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। জানা যায় চিলাখানা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকুয়া মারি এম এস কে এর মাঠে ছাগল বাঁধতে গিয়ে স্থানীয় এক মহিলা প্রথমে বোমা দুটি দেখতে পান। পরে খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় জমায় এলাকার বাসিন্দারা। দুটি বোমার মধ্যে একটি বোমা স্কুলের অফিস ঘরের সামনে এবং একটি বোমা ছিলো স্কুলের ক্লাস কক্ষের সামনে। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা দুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। নাটাবাড়ি বিধানসভার তিন নম্বর বিজেপির মন্ডল সভাপতি চিরঞ্জিত দাস জানান, আজকে বিকেলে টাকুয়ামারি এমএসকে এর মাঠে বিজেপির বিজয়া সম্মিলনী রয়েছে। সেটা বানচাল করার লক্ষ্যই শাসকদলের তরফ থেকে বোমা রেখে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিজেপির করা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় ১৭০ কেজি গাঁজা গ্রেফতার চালক।

উত্তর দিনাজপুর । দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় ১৭০ কেজি গাঁজা গ্রেফতার চালক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার মেরধাগছ এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বিকালে শিলিগুড়ির দিক থেকে একটি ছোটো গাড়ি ইসলামপুরের দিকে যাচ্ছিল। চোপড়ার মেরধাগছ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মেরে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে ছোটো গাড়িটি। ঘটনার পর গাড়ি থেকে এক ব্যক্তি পালিয়ে গেলে স্হানীয়দের সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হয় চোপড়া থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চোপড়া থানার পুলিশ গিয়ে গাড়ির থেকে প্রায় ১৭০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। এই ঘটনায় গাড়ির চালককে পুলিশ গ্রেফতার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

প্রায় কোটি টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার, আটক এক ব্যক্তি

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে ফের নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করলো স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং প্রধাননগর থানার পুলিশ।৪৬ নম্বর ওয়ার্ড অন্তর্গত নর্মদা বাগান এলাকায় একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় কোটি টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি।ঘটনায় আটক এক ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, নর্মদা বাগান এলাকায় একটি বাড়িতে দীপাবলির জন্য প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ শব্দবাজি মজুত করে রাখা হয়েছিল।এখান থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হচ্ছিল শব্দবাজি।খবর পেয়েই অভিযান চালায় স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং প্রধাননগর থানার পুলিশ।ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

অবৈধভাবে বাংলাদেশিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক

শিলিগুড়ি ঃ অবৈধভাবে বাংলাদেশী দের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল ফাঁসিদেওয়া থানা পুলিশ জানা যায় বেশ কিছুদিন আগে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশী গরু পাচারকারীরা ভারত থেকে গরু নিয়ে অবৈধভাবে পারাপার করছে কিছুদিন আগে ই বাংলাদেশি গরু পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছিল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশের কাছে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে আছে এরপরে ই গোপন সূত্রে খবর ভিত্তিতে গতকাল শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত অঞ্চলের নীরক্ষীণগছ এলাকার থেকে মোঃ সাত্তার আলী নামে ওই যুবককে দুষ গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়

ED র আজ রিমান্ড লেটার আদালতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রেশন বন্টন দুর্নীতির পর সামনে আসতে চলেছে ধান দুর্নীতি

কলকাতা ঃরেশন দুর্নীতিকাণ্ডে ফের ইডি হেফাজত হয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। এবার আরও এক দুর্নীতির মামলার দিকে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইডি। এবার ধান দুর্নীতি। ধান কেনার নামে তছরুপ হয়েছে হয়েছে সরকারি টাকা। ভুয়ো চাষিদের নামে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তুলে নেওয়া হয়েছে টাকা। এমনটাই অনুমান ইডির। আরও চাপে পড়েছে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়েই উঠে এসেছে ধান কেনায় দুর্নীতি কথা। এমনটাই জানিয়েছে ইডি। আজ যখন জ্যেতিপ্রিয়কে আদালতে তোলা হয় তখন ইডি তাঁদের রিমান্ড লেটারে সেই তথ্য দিয়েছে। ধানচাষীদের কাছ থেকে সরকারি দামে ধান কেনে কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলি। ধানের দাম সরাসরি চাষিদের অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু ইডি তদন্ত করে দেখেছে, ধান কেনার ক্ষেত্রে সরকার ও কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলির মধ্যে চলে আসছে কোনও না কোনও এজেন্ট মারফত। মিল মালিকরা ওইসব এজেন্টদের মাধ্যমে সরকারি রেটের থেকে কম দামে ধান কিনে নিত। ওই ধান কেনার জন্য খাতায় কলমে কারচুপি করা হতো। ওইসব এজেন্টরা কিছু চাষিদের জোগাড় করতো। তাদের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতো। সমবায় সমিতির খাতায় ওইসব চাষিদের দেখানো হতো। তাদের নামে ধান কেনা হতো। এভাবে ধান কিনলে মিল মালিকদের প্রতি কুইন্টালে ২০০ টাকা লাভ করত। ওই লাভের টাকায় মিল মালিক ছাড়াও এজেন্ট ও সরকারি আধিকারিকরা এমনকি মন্ত্রীও লাভবান হয়েছে বলে অনুমান ইডির। এনিয়ে জ্যোতিপ্রিয়কে জিজ্ঞাসবাদ করেছে ইডি। জ্যোতিপ্রিয় ইডিকে জানিয়েছেন, তা হল তাঁর আমলে বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছিল। তিনি সিআইডিকে দিয়ে তদন্তও করিয়েছিলেন। কিন্তু সেই তদন্তের অগ্রগতি কী তা তিনি বলতে পারেননি। এই তথ্য সামনে আসার পর ইডি আরও একটি মামলা অর্থাৎ ধান দুর্নীতি মামলা করতে চলেছে ইডি। আজ ইডির তরফে যে রিমান্ড লেটার দেওয়া হয়েছে ।।

চিরাচরিত প্রদীপের চাহিদা কম, কারুকার্য করা প্রদীপেই ভরসা মৃৎশিল্পীদের

সুদেষ্ণা মন্ডল , জয়নগর ঃ চিরাচরিত প্রদীপের চাহিদা কম থাকায় মৃৎ শিল্পীরা এর ডিজাইন প্রদীপের উপরেই বেশি ভরসা। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে। এরপর আলোর উৎসব দীপাবলি বা কালীপুজোতে মাতবে গোটা দেশ । আর দীপাবলি মানেই গৃহস্থ বাড়িতে আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহার হয় মাটির প্রদীপ আবার অনেকেই গৃহসজ্জার ব্যবহার করে টেরাকোটার আদলে গড়া মাটির প্রদীপ। আর তাই দীপাবলির আগে বিভিন্ন ডিজাইনের মাটির প্রদীপ তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বকুলতলা থানা এলাকার গৌরহাট কুমোর পাড়ার মৃৎ শিল্পীরা। এখানকার মৃৎশিল্পীরা মূলত টেরাকোটার আদলে নানা ধরনের প্রদীপ তৈরি করে আর তাই দিনরাত পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এই মিৎ শিল্পীরা। আগের তুলনায় বাজারে অনেকটাই কমেছে চিনা টুনি লাইট দাপট। কয় বছর আগে লাদাখ সীমান্তে চিনা হানায় ভারতীয় সেনা জাওয়ানদের মৃত্যুর ঘটনায় দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল। এর জেরে চিনা পণ্য বয়কট। আর যার জেরে ভারতের বাজারে অনেকটাই কমেছে চীনা টুনির দাপট। আর এতদিন দীপাবলীর উৎসবে বাড়ির আলোকসজ্জার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিনা টুনির ব্যবহার দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছিল পাল্লা দিয়েই ততই মাটির প্রতি ব্যবহার কম ছিল চাহিদা কমায় মাটির প্রদীপ তৈরীর পেশায় যুক্ত মৃৎশিল্পীদের কর্মসংস্থানের দারুন প্রভাব পড়েছিল আর চিনা টুনি দাপট কমতেই মুখে হাসি চওড়া হয়েছে মৃৎশিল্পী মহলে। আর জয়নগর কুমোর পাড়া গ্রামের শিল্পীরা সাবেকি প্রদীপ বানানোর পাশাপাশি এবারেও নিত্যনতুন ডিজাইনের টেরাকোটা আদলের প্রদীপ তৈরি করছেন আর দীপাবলি উৎসবের দিন এগিয়ে আসতে মাটির প্রদীপ করার কাজে ব্যস্ততা বেড়েছে।

দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কে প্রতারিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন বিএ পাশ এক তরুণী

মালদা ঃ দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কে প্রতারিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন বিএ পাশ এক তরুণী। মঙ্গলবার সাত সকালে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল বাড়ির পাশের এক সবেদা গাছে। ঘটনাকে নিরে জোর চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার মানিকচক থানার নাজিরপুর পূর্বপাড়া এলাকায়। জানা গেছে, আত্মঘাতী তরুণীর নাম মিমি রায়, বয়স ২৩ বছর। বাড়ি নাজিরপুর পূর্বপাড়ায়। তার পরিবারের অভিযোগ মিমির সঙ্গে প্রায় ছয় বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল পাশের গ্রামের মানব সরকার নামে এক যুবকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সম্পতি এই যুবক মিমিয়ে এড়িয়ে গিয়ে অন্য কাউকে বিয়ের চেষ্টা করে। এই কথা জানতে পেরে মিমি সোমবার মানবের বাড়ি গিয়ে তার পরিবারকে সমস্ত ঘটনা জানায়। কিন্তু এতে সুবিচার না পেয়ে উল্টে অপমান জোটে। আর এই অপমানের জেরেই সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ডায়েরী ও সোশাল মিডিয়ায় সুইসাইড নোট লিখে মঙ্গলবার ভোর রাতে বাড়ির পাশের সবেদা গাছে গলায় ওড়না জড়িয়ে আত্মহত্যা করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে মানব সরকারের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কথা জানানো হয়েছে। আর এই বিষয়টি জানতে পারার পর থেকেই মানব সহ তার গোটা পরিবার বর্তমানে এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে বলে জানা গেছে।

জলপাইগুড়ি তে স্পেশ্যাল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প বন্যা দুর্গত এলাকায় মানুষদের জন্য

জলপাইগুড়ি ঃ সিকিমের বিপর্যয়, তিস্তার ভয়াবহ বন্যা কবলিত জেলার ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, মালবাজার ও সদর ব্লকের মানুষদের জন্য দুয়ারে সরকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারী নন্দনপুর অঞ্চলের কচুয়া বোয়ালমারী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষান ক্রেডিট কার্ড ,স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, বার্ধক্য ভাতা বিধবা ভাতা, সহ আইসিডিএস পরিষেবা মূলক বিভিন্ন পরিষেবা পান তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষদের পাশাপাশি অঞ্চলের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষরা। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের দায়িত্বে থাকা গৌতম লালা বলেন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এটি একটি সুন্দর পরিষেবা এই পরিষেবায় অনেক শিক্ষার্থীরাই অনায়াসে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে। তিনি আরো বলেন ইতিমধ্যেই অনেক স্টুডেন্টরাই এই পরিসভার আওতায় উপকৃত হচ্ছে। আইসিডিএস এর দায়িত্বে থাকা কৃষ্ণা সরকার বলেন শিশুদের এবং তার মায়েদের কি করলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায় সেই বিষয়ে পরামর্শের পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্য খাবারের বিষয়ও আলোচনা করা হয়। বোয়ালমারী নন্দন পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান সুফল সরকার বলেন তিস্তা নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্যই আজকেই এ দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। তিনি আরো বলেন তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষ সহ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মানুষরা বিভিন্ন কর্মসূচির পরিষেবা পাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন আপাতত এই কর্মসূচি একদিনের জন্য আযোজন করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এদিনের ক্যাম্পে পুলিশ প্রশাসনও উপস্থিত ছিল।

চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে ধর্ণায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা ও কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামা

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যার সামনে বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে ধর্ণায় বসলো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা ও কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামা।গতকাল বন্ধ কালচিনি চা বাগান পরিদর্শনে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা জানিয়েছিল আজ বন্ধ চা বাগানের সমস্যা সমাধানে জেলাশাসকের কাছে যাবেন।বুধবার বন্ধ চা বাগানের প্রায় শ খানেক শ্রমিকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা ও বিধায়ক বিশাল লামা আলিপুরদুয়ার জেলাশাসকের সাথে দেখা করতে ডুয়ার্সকন্যাতে যায় কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডুয়ার্সকন্যার সামনে বাঁশের বেরিকেট দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়।প্রবেশে বাধা পাওয়ায় জন বারলা ও বিশাল লামা শ্রমিকদের নিয়ে ডুয়ার্সকন্যা সামনে বসে পড়ে।

নিষিদ্ধ আতশবাজি পোড়ানোর বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার দাবি তুলেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

শিলিগুড়ি ঃ আতশবাজি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষ থেকে জারি করার নির্দেশিকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানানো হোক এমনি দাবি তুলে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারকে স্মারকলিপি প্রদান করল শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা। বুধবার তারা স্বরকলিপি প্রদান করেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের সদস্যারা বলেন পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে সেখানে বলা রয়েছে কোন সময় শব্দবাজি ব্যবহার করা যাবে এবং কতটা শব্দ পর্যন্ত তা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং কি ধরনের শব্দবাজি ব্যবহার করা যাবে এই সমস্ত বিষয়ে সেখানে বলা রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ এই গাইডলাইন সম্পর্কে জানেন না। ফলে পুলিশ যাতে এই সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে এই দাবি তুলে ধরা হয়।

ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত তরুনের বাড়িতে মেয়র গৌতম দেব এবং বিধায়ক শংকর ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ চলতি বছরে ডেঙ্গু তে বাপ্পা রায়ের মৃত্যু খবর ছড়িয়ে পরতেই এলাকা পরিস্কারের পাশাপাশি বাড়ি ছুটে আসেন বিধায়ক শংকর ঘোষ সহ মেয়র গৌতম দেব।তথ্য লোপাট প্রসঙ্গে মেয়রের বক্তব্য,পুরো বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে পুরনিগমের এতে কোন ভূমিকা নেই।২৩ নম্বর ওর্য়াডের রাজীব গান্ধী বাই লেনের বাসিন্দা বছর ২৮শের বাপ্পা রায়ের তিন চার দিনের জ্বরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয়।ডেথ সার্টিফিকেটে বাপ্পাবাবুর ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়।এরপর আজ সকালে প্রথমে শিলিগুড়ি বিধানসভার বিধায়ক শংকর ঘোষ ও পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বাপ্পা রায়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং কথা বলেন।সেখান থেকে বেরিয়ে শংকরবাবু জানান মৃত্যুটা খুই দুঃখের।পুরনিগমকে পরিচ্ছন্নতা বিষয়টি আরো গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।এছাড়াও ডেঙ্গুর সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে হবে,সকলে যাতে অবগত হতে পারেন এই ব্যাপারটি নিয়ে।এরপর শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ওর্য়াড কাউন্সিলর লক্ষ্মী পাল সহ সকলে পরিবারের সঙ্গে কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করেন।এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তথ্য গোপনের ব্যাপারে বলে এই পুরো বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের পোটালে রয়েছে।এটিতে পুরনিগমের কোন হাত নেই তাই অভিযোগ করবার আগে পুরো বিষয়টি নিয়ে অবগত হওয়া উচিৎ।

দিনহাটা নাজিরহাট বাজারে জালনোট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করল STF

কোচবিহার ঃ দিনহাটা নাজিরহাট বাজারে জালনোট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করল STF,ঘটনায় শোরগোল।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় গোপ ন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে নাজিরহাট বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে নাজির হোসেন (৩২) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে স্কঙ্খক্স, এবং সেই ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয় সর্বমোট এক লক্ষ ১৪ হাজার ৫০০ টাকার জালনোট। গতকাল রাতেই STF ওই ব্যক্তিকে জাল নোটসহ সাহেবগঞ্জ থানার হাতে তুলে দিলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে নাজির হোসেন নামের ওই ব্যাক্তির বাড়ি নাজিরহাট দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দীঘলটারী এলাকায়। প্রসঙ্গত দিনহাটা মহকুমার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বেশ কিছু লোক আগ্নেয়াস্ত্র কখনো জালনোট এবং চোরাকারবারির ঘটনার সঙ্গে বারংবার জড়িয়ে পরে। এমনকি সেইসব লোক কখনো বিএসএফ কখনো পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও বর্তমান সময়ও বেশ কিছু লোক এখনো সেই সব কাজের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে। তবে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় সেই সব লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযান লাগাতার চালানো হচ্ছে। যদিও জালনোট সহ গ্রেফতার ব্যাক্তির স্ত্রী জানান তার স্বামী ওইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের শত্রুরা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে।

কোচবিহার ঐতিহ্য কচ্ছপের মৃত্যু ও চুরি হয়ে যাওয়া নিয়ে ৬ ঘন্টা বানেশ্বর বন্ধের ডাক

কোচবিহার ঃ কোচবিহার বানেশ্বরের ঐতিহ্য কচ্ছপের মৃত্যু ও চুরি হয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ তুলে আজ ৬ ঘন্টা বানেশ্বর বন্ধের ডাক দিল মোহন রক্ষা কমিটি ও স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা। প্রশাসনের গাফিলতির অভিযোগ তুলে এদিন বন্ধের ডাক দিয়েছে মোহন রক্ষা কমিটি । সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ১২ পর্যন্ত বানেশ্বর এলাকায় বন্ধ থাকবে সমস্ত দোকানপাট স্কুল কলেজ । বন্ধের পাশাপাশি বানেশ্বর বড়তলা এলাকায় কোচবিহার আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে । যার ফলে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কের উপর যান চলাচল বন্ধ রয়েছে । সকাল থেকেই বানেশ্বর এ সমস্ত দোকানপাট গুলো বন্ধ রয়েছে। বোনকে সমর্থন জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী । বন্দী কে সময় কল করতে সকাল থেকে রাস্তায় রয়েছে মোহন রক্ষা কমিটি সদস্য থেকে শুরু করে এলাকার সমস্ত সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা । লেখক কোচবিহার বানেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দির শিব দিঘির তে রয়েছে কচ্ছপ । সিদ্দিকীর পাশাপাশি এলাকার সমস্ত পুকুর খাল মিলে কচ্ছপ পাওয়া যায় । কচ্ছপ ঐতিহ্যবাহি । বানেশ্বর শিব মন্দির ও কচ্ছপকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক পর্যটক আসে । যার উপর নির্ভর এলাকার ব্যবসায়ীরা । তবে বানেশ্বর শিব দিঘির কচ্ছপের দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড । অভিযোগ দিঘির কচ্ছপের পাশাপাশি এলাকায় বিভিন্ন পুকুর থেকে কচ্ছপ চুরি হয়ে যাচ্ছে । অন্যদিকে প্রতিদিনই খাবার না পেয়ে কচ্ছপগুলো রাস্তায় চলে আসায় দুর্ঘটনাও মৃত্যু হচ্ছে কচ্ছপ। যে কচ্ছপের উপর নির্ভর এলাকার পর্যটন শিল্প। সেই কচ্ছপ এখন বানেশ্বর থেকে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে তাই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আজ বন্ধের ডাক। এরপরে সুরাহা না হলে তারা অন্য পথ বেছে নেবে ।

একাধিক দাবিতে বোরো অফিসের সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

শিলিগুড়ি ঃ একাধিক দাবি নিয়ে শিলিগুড়ি তিন নম্বর বোরো অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো ভারতীয় জনতা পার্টি ৫ নম্বর মন্ডল কমিটি। বৃহস্পতিবার দুপুরে বোরো অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি নেতা কর্মীরা। এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তিনি বলেন, পানীয় জল, ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ পুরনিগম। বর্তমানে শিলিগুড়িতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০ এর বেশি। পানীয় জল পরিষেবাও সঠিকভাবে দিচ্ছে না পুরনিগম। এই অভিযোগ তুলে এদিন বোরো অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়.

কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়া রেল স্টেশনে শুরু হলো কোচ রেস্টুরেন্ট

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়া রেল স্টেশনে আজ থেকে শুরু হলো কোচ রেস্টুরেন্ট।রেলের কামরায় বসেই রেস্টুরেন্টের আমেজ ও খাবার দুই উপভোগ করতে পারবেন যাত্রী ও পর্যটকরা। কিন্তু তার জন্য কাটতে হবে না কোনও টিকিট কিংবা করতে হবে না রেল সফর। এমনটাই অভিনব উদ্যোগ নিল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল।আপাত দৃষ্টিতে দেখলে বাইরে থেকে মনে হবে কোনও লাক্সারি রেলের কামরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু ভিতরে ঢুকলেই দেখা মিলবে রেস্টুরেন্টের।খাবারও মিলবে সব। ভেজ থেকে ননভেজ।উত্তর পূর্ব রেলের তরফে এনজেপি স্টেশনে আগেই শুরু হয়েছে কোচ রেস্তোরাঁর পথ চলা।এবারে কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়াতে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হলো কোচ রেস্তোরাঁর পথ চলা।এবিষয়ে ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম জানান রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তী,বক্সা যাওয়া যায়।কালচিনি,আলিপুরদুয়ার সামনে।পর্যটকদের সমাগমের বিষয়টি নজরে রেখে কোচ রেস্তেরাঁর চিন্তাভাবনা হয়েছে রাজাভাতখাওয়াতে।

সম্পাদকীয়

জার্মানিতে জলপথের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ

পরিবহণ ক্ষেত্রে কার্বন নির্গমন কমাতে সব দেশকেই ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে। জার্মানিতে গাড়ির গতিবেগ কমানো স্পর্শকাতর বিষয়। কিন্তু জলপথের ব্যবহার আরো বাড়িয়ে সড়কের উপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে পরীক্ষানিরীক্ষা করছে একটি কোম্পানি। এ এক ভিন্ন ধরনের ডেলিভারি। বার্লিনের খালে যান চালানোর সময় শুধু ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায়। প্রতিদিন ডিয়র্ক ব্রাউমান জার্মানির রাজধানীর উপকণ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো পার্সেল শহরের কেন্দ্রে ভেস্টহাফেন বন্দরে নিয়ে আসেন। ডিএইচএল লজিস্টিক্স কোম্পানি পরীক্ষামূলকভাবে সেই সৌরশক্তিচালিত নৌকাটি চালাচ্ছে। মালপত্র পরিবহণ সড়ক থেকে জলেতে সরিয়ে আনাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। ডিয়র্ক বলেন, ''শুধু হিসেবের ভিত্তিতে পরিকল্পনার বদলে কোম্পানি যে হাতেনাতে পরিক্ষা চালাচ্ছে, সেটা সত্যি দারুণ ব্যাপার। লজিস্টিক্সের সমস্যা শনাক্ত করতে আমরা সত্যি পরীক্ষা চালাচ্ছি।'' যেমন একদিন সকালে লকে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা ছিল। তার উপর ফর্কলিফট অপারেটর দেরি করে এসেছেন। মাল তোলা আর খালাস করার প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করে

তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এমন ধরনের প্রবণতা আন্দ্রেয়াস ক্লিকে মুগ্ধ করে। বার্লিনের এই অধ্যাপক মানুষ ও পণ্য বহনের সেরা উপায় নিয়ে গবেষণা করেন। বিশ্বজুড়ে শহরগুলির সড়ক ভিড়ে জর্জরিত হওয়ায় বায়ু ও শব্দ দূষণ কমানোর আইডিয়া তাঁর খুবই মনে ধরে। আন্দ্রেয়াস মনে করেন, ''এখনো পর্যন্ত আমরা মানুষ ও পরিবহণের ক্ষেত্রে জলপথের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছি না। আমরা শহরাঞ্চলে আরো অনেক কিছু করতে পারি। ডিএইচএল বর্তমানে যেটা করছে, সেটাই সঠিক পথ। নির্গমনহীন এই নৌকা প্রায় কোনো শব্দ করে না ও বেশি ঢেউ সৃষ্টি করে না। ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলে সেটা কাজে লাগানো যায়। আমাদের জলপথের অভাব নেই।'' শুধু বার্লিন শহরেই প্রায় ২০০ কিলোমিটার জলপথ রয়েছে, যা সড়ক পরিবহণের মাত্রা কমাতে পারে। এমন কৌশল অন্য অনেক শহরেও সফল হতে পারে। জার্মানিতে পরিবহণ খাতই গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রায় একপঞ্চমাংশের জন্য দায়ী। ২০২২ সালে সেই পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টন। জার্মান সরকার মানুষের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বছরে নয় কোটি টনে কমিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রার প্রয়োজনের কথা বলছে, সেটা এখনো দূর অস্ত। জার্মানির পরিবেশ এজেন্সি তাই হাইওয়েতে যানের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার এবং জনপদে ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটারে বেঁধে দেবার ডাক দিচ্ছে। শুধু যানের গতি কমিয়েই জার্মানি বছরে ৬০ লাখ টন গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে পারে। কিন্তু বিশ্বের অন্য জায়গায় যা স্বাভাবিক, জার্মানিতে সেই বিষয়টি তীব্র বিভাজন সৃষ্টি করছে। সেখানে গতিবেগে রাশ টানার ডাক বার বার কেন বিফল হয়, মোবিলিটি গবেষক হিসেবে আন্দ্রেয়াস ক্লি সেবিষয়ে নিজস্ব এক তত্ত্ব খাড়া করেছেন। কিন্তু আন্দ্রেয়াস ক্লি এ ক্ষেত্রে আরো উদ্যোগ দেখতে চান। তিনি বলেন, ''অবশেষে ডিজেল থেকে ইলেকট্রিক বা ফুয়েল সেল এবং হাইড্রোজেন ড্রাইভ সিস্টেমে আসতে পারলে আমরা আরো উপকার পাবো। ট্রাক কীভাবে চালানো হচ্ছে, শুধু সেই আচরণ বদলে বেশি কিছু হাসিল করা যাবে না।'' জার্মানির কিছু অঞ্চল রাজপথে বৈদ্যুতিকরণ করে ট্রাকের নির্গমন কমানোর কথা ভাবছে। সেটা অনেকটা ইলেকট্রিক ট্রেন লাইনের মতো হবে। কিন্তু সেটা এখনো পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে। আপাতত ডিএইচএল কোম্পানির দৈনিক পার্সেলের পরিমাণের মাত্র শূন্য দশমিক সাত শতাংশ জলপথে পরিবহণ করা হয়। কিন্তু বিশাল এই লজিস্টিক্স কোম্পানি বার্লিনে আরো বড় নৌকা কাজে লাগিয়ে এবং আরো বেশি জায়গায় থামার পরিকল্পনা করছে। আরো পার্সেল নিয়ে ভেস্টহাফেনে যাবার পথে ডিয়র্ক ব্রাউমানের কণ্ঠে আশার আলো শোনা গেল। তিনি বলেন, ''আমার মতে, এ ক্ষেত্রে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। একটি নৌকা দুটি ট্রাকের বিকল্প হতে পারে। সেটা অবশ্যই একটা সুবিধা।'' ডকে মাল খালাসের কাজ কয়েক মিনিটেই হয়ে যায়। পার্সেলগুলি ইলেকট্রিক যানে ভরে চূড়ান্ত গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ভবিষ্যতে পার্সেল ডেলিভারি কেমন হতে পারে, এখানে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে।

গাজায় চারদিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হলো

গাজায় চারদিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হলো। শুক্রবারই ১৩ জন পণবন্দিকে মুক্তি দেয়ার কথা। ইসরায়েল বলেছে, ফিলিস্তিনিরা যেন উত্তর গাজায় না যান।

হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে সমঝোতা আগেই হয়েছিল। কাতার , মিশর এবং অ্যামেরিকার মধ্যস্থতায় সেই সমঝোতায় ঠিক হয়েছিল, শুক্রবার থেকে চারদিন লড়াই বন্ধ থাকবে। সে সময় হামাস ৫০ জন পণবন্দিকে মুক্তি দেবে। গত ৭ অক্টোবর হামাস যাদের ইসরায়েল থেকে পণবন্দি করেছিল, তাদের থেকেই ৫০ জনকে মুক্তি দেওয়া হবে। অন্যদিকে ইসরায়েলও বেশ কিছু ফিলিস্তিনি জেলবন্দিকে মুক্তি দেবে।

সুলেমান
প্রাবন্ধিক

সেইমতো শুক্রবার থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে। স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ১৩ জন পণবন্দিকে মুক্তি দেয়ার কথা আছে।

ইসরায়েলের সেনা জানিয়েছে, ফিলিস্তিনিরা যেন যুদ্ধবিরতিতে উত্তর গাজায় না যান। কারণ, যুদ্ধ শেষ হয়নি। তাতে সাময়িক বিরতি দেয়া হয়েছে মাত্র। তাই নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তারা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে না যান।

যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর মিশর থেকে রাফাহ সীমান্ত দিয়ে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ট্রাক ঢুকতে শুরু করেছে। মিশর জানিয়েছে, প্রতিদিন দুইশটি ট্রাক ঢুকবে। এক লাখ ৩০ হাজার টন ডিজেলও নিয়ে যাওয়া হবে। যুদ্ধের আগে দিনে পাঁচশ ট্রাক গাজায় ঢুকত।

কাতার জানিয়েছে, এদিন স্থানীয় সময়

সকাল ৭টা থেকে লড়াই বন্ধ থাকবে। প্রথম পণবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে বিকেল ৪টা নাগাদ। তার মাঝে গাজার মানুষের জন্য মানবিক ত্রাণও নিয়ে যাওয়া হবে।

তবে শুক্রবারের এই বিরতি সাময়িক বলে জানিয়ে দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং সামরিক প্রধান। সামরিক মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ''একটা লম্বা লড়াইয়ের মাঝে সামান্য বিরতি।'' তার বক্তব্য, উত্তর গাজায় আধিপত্য কায়েম করা এই লড়াইয়ের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এখনো অনেক লড়াই বাকি আছে। তিনি জানিয়েছেন, পরবর্তী লড়াইয়ের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই পরবর্তী ধাপের লড়াই শুরু হবে।

দ্য টাইমস অফ ইসরায়েল পত্রিকায় দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, আরো অন্তত দুই মাস লড়াই চলবে। পত্রিকাটি জানিয়েছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী দেশের সেনা বাহিনীকে পরবর্তী ধাপের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। নতুন করে অস্ত্রের জোগান দেওয়ার কথাও বলেছেন। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, ''লড়াই চলবে কারণ, বাকি পণবন্দিদের মুক্ত করতে হবে। হামাসের উপর চাপ তৈরি না করলে সে কাজ সম্ভব হবে না।'' শুধু তাই নয়, তিনি জানিয়েছেন, যে কাজ শুরু হয়েছে, তা শেষ করতে হবে। অর্থাৎ, গাজা স্ট্রিপে ইসরায়েলের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ইসরায়েল জানিয়েছে, আল শিফা হাসপাতালের প্রধানকে জিজ্ঞআসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। অভিযোগ, তিনি হাসপাতালের ভিতর হামাসকে দপ্তর বানানোর জায়গা করে দিয়েছিলেন। ইসরায়েল জানিয়েছে, আল শিফা হাসপাতালের নিচে হামাস তাদের দপ্তর তৈরি করেছিল। মাটির তলার সেই দপ্তর থেকেই তারা লড়াই পরিচালনা করছিল। প্রমাণ হিসেবে ইসরায়েল বেশ কিছু ছবিও প্রকাশ করেছে। যদিও হামাস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। হামাসের পাল্টা অভিযোগ, ইসরায়েল হাসপাতালেও আক্রমণ চালিয়েছে। যার জেরে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

বাইডেনের বক্তব্য

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন, তিনি ফিঙ্গার ক্রস করে রেখেছেন। শুক্রবার বাকি পণবন্দিদের সঙ্গে এক ৩ বছরের ইসরায়েলি মার্কিন শিশুকে মুক্তি দেবে ইসরায়েল। ৭ অক্টোবর তাকেও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাইডেন এদিন জানিয়েছেন, সমস্ত পণবন্দিকে মুক্ত করা অ্যামেরিকা দায়িত্ব বলে মনে করে।

নভেম্বর ১৯৭১ : পাকিস্তানের মনোবল ভেঙে স্বাধীনতার পথে

২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ফিরে তাকানো শুরু করে ডয়চে ভেলে বাংলা। ফিরে তাকানোর এই পর্বে থাকছে নভেম্বর ১৯৭১-এর কথা।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ চালানো সম্ভব হতো না জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলামীর মতো দলগুলো নানাভাবে সহায়তা না করলে।স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে এসব দলকেও কার্যত রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র কায়েমের নামে স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলোকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনেন। পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীন দেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের রাজনীতি করার অধিকার দেওয়ার এমন নজির আর দ্বিতীয়টি নেই। একাত্তরে ওই দলগুলোর কী ভূমিকা ছিল সেদিকে একটু ফিরে তাকানো যাক। শুরু থেকেই সহায়ক বাহিনী গঠন করে, মিটিং, মিছিল, সমাবেশ করে এবং পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি সার্বিক সমর্থন জানাতে থাকেন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম।মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তি কমিটি গঠনের সঙ্গে যেসকল রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি এবং মুসলিম লীগ নেতা খাজা খয়েরউদ্দিন। জেনারেল টিক্কা খানের পরামর্শ ও সহযোগিতায় তারা গঠন করে শান্তি কমিটি। প্রাথমিক পর্যায়ে জামায়াত ও অন্যান্য দলের নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ১৪০ সদস্যের 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি'।পরে সারা দেশেই তারা কমিটি করে মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করার কাজে লিপ্ত থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহায়তার জন্য খুলনার খান জাহান আলী রোডের একটি আনসার ক্যাম্পে ৯৬ জন পাকিস্তানপন্থি ব্যক্তিকে নিয়ে গঠন করা হয় রাজাকার বাহিনী। পরে অর্ডিন্যান্স জারি করে আনসার বাহিনীকে বিলুপ্ত করে রাজাকার বাহিনীতে রূপান্তর করে পাকিস্তান সরকার। রাজাকার বাহিনী গঠনের পেছনে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন নেতা এ কে এম ইউসুফ। প্রথম দিকে রাজাকার বাহিনী ছিল শান্তি কমিটির অধীনে। বাহিনীতে প্রায় ৫০ হাজার সদস্য ছিল। সব সদস্যকে প্রতি মাসে দেড়শ রুপির মতো ভাতাও দেয়া হতো। পাকিস্তানি সেনাদের পথ দেখানো এবং যুদ্ধে সামনে থেকে বিশেষ ভূমিকা রাখতো রাজাকাররা। রাজাকারের পাশাপাশি আলবদর নামে একটি সশস্ত্র বাহিনীও গড়ে তোলা হয়। সেই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৩ হাজার। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য ছাড়াও অবাঙালি ও পাকিস্তানপন্থি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অনেকেই যোগ দিয়েছিল আলবদর বাহিনীতে। আলবদররা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হয়ে যুদ্ধও করেছে। পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলীর নির্দেশে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নও করেছে তালবদররা। আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন যুদ্ধাপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী, উপপ্রধান ছিলেন যুদ্ধাপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করা আরেক জামায়াত নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। একই সাজা ভোগ করা অন্য দুই জামায়াত নেতা কাদের মোল্লা ও কামরুজ্জামানও ছিলেন আলবদর বাহিনীর নেতা। মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বিএনপি সরকারের আমলে মন্ত্রী হয়েছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আলশামস নামের একটি প্যারামিলিটারি বাহিনীও গঠন করেছিল। সেই বাহিনীর সদস্য ছিল প্রায় তিন হাজারের মতো। ইসলামী ছাত্র সংঘের বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে সংগঠিত হলেও আলশামস বাহিনীর সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর সংযোগ ছিল। তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে গণহত্যাসহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটনে সহযোগিতার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাও হত্যাযজ্ঞে অংশ নিয়েছিল।

একাত্তরে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি জাতিসংঘে যান এবং পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ''পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালিয়ে অন্যায় কিছু করেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে সেখানে যা চলছে, তা হলো ভারতের মদদপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উচিত সেটাকে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার হিসেবে গ্রহণ করা।'' স্বাধীনতার পরে শাহ আজিজুর রহমানকে দালাল আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায় তিনি মুক্তি পান। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন মুসলিম লীগের একটি বড় অংশ নিয়ে শাহ আজিজ জেনারেল জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দেন এবং স্বাধীনতাবিরোধী থেকে রাতারাতি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান। যে দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, সেই দেশেরই জাতীয় পতাকা উড়তে থাকে শাহ আজিজুর রহমানের গাড়িতে। শাহ আজিজুর রহমান মারা গেছেন, তবে তার কবর আছে সংসদ ভবন এলাকায়। জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। তখন তার ভূমিকা প্রসঙ্গে বীরবিক্রম লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খানের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি বলেন, ''এরশাদ তো মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেননি। খামখেরা সেক্টরে তিনি ছিলেন সিক্স ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিইও। ভারতীয় বর্ডারের খুব কাছেই ছিলেন। ইচ্ছে করলে পুরো ব্যাটেলিয়ান নিয়ে হেঁটেই ঢুকে যেতে পারতেন ইন্ডিয়াতে। তার এক কোম্পানি ইন্ডিয়া চলে গিয়ে পরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং মুক্তিযুদ্ধের সময়ই উনি মেজর থেকে পদোন্নতি পেয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হয়েছিলেন।'' বাংলাদেশের (তখন পূর্ব পাকিস্তান) কিছু রাজনৈতিক দল ও দলের নেতারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (ন্যাপ)-এর নেতারা বাঙালির মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করেছিলেন।এ কারণে তাদের নিযার্তন করে ইয়াহিয়া সরকার। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেন। তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি করা হয়েছিল তাঁকে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, কমরেড মণি সিংহ, মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ ছিলেন সেই উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য।

মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস মওলানা ভাসানী ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। এ সময় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা রাখতে জাতিসংঘ ও চীন, রাশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে তারবার্তা পাঠান।

নভেম্বর মাস থেকে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে কোণঠাসা হতে থাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের এলাকায় অবস্থান নেয়া গেরিলারা ঢাকার ভেতরে অর্তকিত আক্রমণ চালিয়ে সরে পড়তো। প্রাদেশিক ইলেকশন কমিশন অফিস তখন ছিল রাজারবাগের উল্টো পাশে, মোমিনবাগে।সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচিত এমপিএ আর এমএনএরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে চলে যায় মুক্তাঞ্চল ও ভারতে। পরে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ফন্দি আঁটে। নির্বাচিত সব এমএনএ ও এমপিএর পদ শূন্য ঘোষণা করে আসনগুলোতে উপনির্বাচনের গোপন প্রস্তুতি নিতে থাকে। এই পরিকল্পনার খবর জেনে যায় ঢাকার গেরিলারা। নভেম্বরের প্রথম দিন তারা পাকিস্তানের ইলেকশন কমিশন অফিসে বিস্ফোরণ ঘটায়। বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল হক নান্টু যুক্ত ছিলেন ওই অপারেশনে। সেই অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ''খোকা ভাইয়ের(সাদেক হোসেন খোকা) নেতৃত্বে ওই অপারেশনে অংশ নিই আমি, লস্কর, সুফি আর হেদায়েত। জায়গাটা রেকি করে আসি একদিন আগেই। রোজার সময় ছিল। ঢাকায় যখন ঢুকি রাত তখন ৮টার মতো। তারাবির নামাজ চলছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। ওই সময়ই বিল্ডিংয়ে ঢুকে ১২ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ ফিট করি। বেরিয়ে এসেই বিস্ফোরণ ঘটাই। এতে গোটা শহর কেঁপে ওঠে। বিল্ডিংয়ের এক পাশ ধসে পড়ে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ইলেকশন কমিশন অফিসের কাগজপত্র। এ খবর ফলাও করে প্রচার করে বিশ্বগণমাধ্যম।'' সেন কাকরাইল পেট্রোল পাম্প উড়িয়ে দেয় গেরিলাদের আরেকটি দল। বীর মুক্তিযোদ্ধা তৌফিকুর রহমান ওই অপারেশনটির নেতৃত্ব দেন। সেটি নিয়ে কথা হয় তার সঙ্গে। তার ভাষায়, ৫২ জনের গেরিলা দল নিয়ে আমরা ছিলাম মানিকগঞ্জের রোহা গ্রামে। কমান্ডার ছিলেন রেজাউল করিম মানিক (পরে তিনি শহীদ হন), সহ কমান্ডার নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু। একদিন মানিক ভাইকে বললাম, আমাদের সঙ্গে আছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ও ফসফরাস গ্রেনেড। ঢাকায় পাকিস্তানি আর্মি বা পুলিশ থাকে এমন জায়গার আশপাশে বড় বিস্ফোরণ ঘটাতে চাই। তিনি বলেন, 'কেমনে করবা?' বললাম, 'দুটো দিন সময় দিলে পুরো প্ল্যানটা করা যাবে।' সময় দিলেন তিনি।

সাময়িকী

যে তিন উপায়ে প্রযুক্তির নেতৃত্বে পৌঁছাতে চায় জার্মানি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান প্রযুক্তি শিল্পখাতকে পালটে দিচ্ছে। ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি জার্মানি টেক্কা দিতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনকে। সফলতা কি আসবে? প্রযুক্তির দখল নিতে বিশ্বব্যাপী যে লড়াই চলছে, তাতে অংশ নিতে প্রস্তুত জার্মানিও। তবে এই লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে জার্মানিকে পরিবর্তনের গতি বাড়াতে হবে। জার্মানির ইয়েনা শহরে দুই দিনের ডিজিটাল নীতি সম্মেলনে জড়ো হয়েছিল আইন প্রণেতা, শিল্পখাতের নেতা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। সেখানে নিজের বক্তব্যে এই বার্তা তুলে ধরেন চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস। শলৎস বলেন, আমাদের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

ইয়ানুশ ডেলকার
প্রাবন্ধিক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর মতো উদীয়মান প্রযুক্তিগুলো বিশ্বকে বদলে দিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে উদ্ভাবন এবং প্রকৌশল দক্ষতার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত জার্মানি এখন বিশ্বের নানা প্রান্তের প্রতিযোগীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লড়াই করছে। দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি, আমলাতান্ত্রিক বাধা এবং তুলনামূলকভাবে কম বিনিয়োগের ফলে ইউরোপের বৃহত্তম এই অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মতো শক্তিশালী প্রতিযোগীদের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির বদল ঘটাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বার্লিন। শলৎসের বক্তব্য অনুসারে, সবকিছু এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রযুক্তির নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সরবরাহ। অনেক আধুনিক প্রযুক্তিই, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নির্ভর করতে হয় বিপুল পরিমাণ তথ্যের ওপর। এটি জার্মানির প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। দেশটি গোপনীয়তা নিয়ে নিজেদের কঠোর নিয়মের জন্য পরিচিত। ১৯৭০ সালে বিশ্বের প্রথম তথ্য সুরক্ষা আইন পাস হয়েছিল এই দেশটিতে। গোপনীয়তাকে হুমকিতে না ফেলেই কিভাবে তথ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, এ নিয়ে চলছে নানা পরীক্ষা। বার্লিন নানা উদ্যোগ নিয়েছে। মারিস্পেস এক্স নামের এমন এক উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বের মহাসাগর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তা অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য জার্মান প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা সংস্থাগুলো যৌথ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দেশটিতে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জাতীয় তথ্য ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হচ্ছে জ্বালানি খরচ থেকে শুরু করে কোভিড এর প্রভাব পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের নানা গবেষণা তথ্য শেয়ার করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কিন্তু জার্মানির অলাভজনক প্রতিষ্ঠান উইকিমিডিয়ার নীতি ও সরকারি খাতের উপদেষ্টা আলিনে ব্লাঙ্ক্যার্টস মনে করেন এই প্রকল্পগুলো গ্রহণ করার এক বছর পরও আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। ব্লাঙ্ক্যার্টস বলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়িত্ব ভাগাভাগি এবং আইনি সমস্যাগুলোর প্রশ্নে এসে এই কাজ আটকে যায়, এগুলোর সমাধানের অনেক সময় লাগে। গোপনীয়তা রক্ষায় নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেই প্রযুক্তিকে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায় জার্মানি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি নৈতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরির পথে নেতৃত্ব দিতে চায় জার্মানি। মান এবং নৈতিকতার নীতিগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতে চায় দেশটি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এমন পরিস্থিতিতে জার্মানির নৈতিক এআই নতুন দিশা দেখাতে পারে বলে মনে করে জার্মানি। বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণ নীতি চূড়ান্ত করার পথে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। জার্মান অর্থনীতি মন্ত্রী রবার্ট হাবেক অবশ্য সতর্ক করে দিয়েছেন 'অতিনিয়ন্ত্রণ' উদ্ভাবনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। গ্রিন পার্টির এই সদস্য এক প্যানেল আলোচনায় বলেন, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে আমরা যাতে নির্দিষ্ট প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করি এবং প্রযুক্তিকে নয়। বার্লিন ভিত্তিক এআই স্টার্টআপ মেরান্টিক্স মোমেন্টামের সিইও নিকোল ব্যুটনারও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একমত। ডিডব্লিউকে তিনি বলেন, আমরা কোনো নিয়মের বিরুদ্ধে নই, আমরা কিছু নিয়ন্ত্রণ চাই। তবে তার আগে আমাদের প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নয়ন হতে দিতে হবে। তিনি বলেন, যদি আমরা এখনই অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করি তাহলে প্রযুক্তিটি এখানে একেবারেই বিকশিত হবে না। জার্মানির দক্ষ প্রযুক্তি কর্মীর অভাবও আলোচনায় উঠে এসেছে। উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে নতুন স্টার্টআপগুলোর জন্য গত কয়েক বছর আগের তুলনায় অর্থ সংগ্রহ সহজ হয়েছে। কিন্তু এসব স্টার্ট আপ খালি পদ পূরণের জন্য সঠিক লোক খুঁজে পাচ্ছে না। ২০২২ সালের শেষে ডিজিটাল শিল্প সমিতি বিটকম এই খাতে প্রায় এক লাখ ৩৭ হাজার তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের ঘাটতির বিষয়ে সতর্ক করেছিল। বিটকম বোর্ডের সদস্য রাল্ফ ভিন্টারগের্স্ট এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এরপর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। উদ্যোক্তা নিকোল ব্যুটনার মনে করেন, সমস্যাটি বাস্তব। যেসব স্টার্ট আপ বড় হতে চায় এবং যেসব প্রতিষ্ঠান মাঝারি আকারের, তাদের কর্মী প্রয়োজন। কিছু জার্মান তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ঘানার মতো বিভিন্ন দেশে কাজ আউটসোর্স করার পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু ব্যুটনার মনে করেন, এটি সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়। বিদেশ থেকে প্রযুক্তি প্রতিভাবানদের আকৃষ্ট করতে হবে এবং আমলাতান্ত্রিক বাধায় জর্জরিত ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াকে সহজ করার পরামর্শ তার। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে থেকে দক্ষ কর্মীদের আনতে নানা বাধা কমাতে এই বছরের শুরুতে দক্ষ অভিবাসন আইন সংশোধন করেছে জার্মানি। ইয়েনা শহরের সম্মেলনে চ্যান্সেলর শলৎস বলেছেন, আমাদের কাছে এখন বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক অভিবাসন আইন রয়েছে, যা অন্য যেকোনো দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। তিনি বলেন, বিশ্বের কোথাও আপনি শ্রমিক বা গবেষক হিসাবে প্রয়োজন এমন লোকদের জন্য এর চেয়ে ভাল অভিবাসন পরিস্থিতি খুঁজে পাবেন না।

জানা অজানা

ভক্ত ভৈরব গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

সুনীল কুমার দে

ভগবান ভক্তের অহংকার রাখেন না কারণ যেখানে অহংকার সেখানে ভগবান থাকেন না।তাই তিনি ভক্তের অহংকার চূর্ণ করে তাকে কাছে টেনে নেন।রামকৃষ্ণ অবতারের কথা বলছি।গিরিশ চন্দ্র ঘোষ,রামকৃষ্ণ অবতারের এক মহান চরিত্র।তিনি একদিকে নাট্যকার, মহাকবি অন্যদিকে এক চরিত্রহীন,লম্পট মাতাল ও নাস্তিক।দিনরাত মদ খান,পতিত ও পতিতাদের নিয়ে নাটক করেন।ভগবান কে মানেন না।ঘরে কোনো ঠাকুর দেবতার ছবি রাখেন না।প্রণাম করতে হবে বলে কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যান না।সাধু সন্ন্যাসী কে দেখলেই চটে যান।তিনি ইতিমধ্যে ই রামকৃষ্ণ দেবের নাম শুনেছিলেন।ঠাকুর কে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন,আমার পাল্লায় পড়েনি তো নইলে তাঁর পরমহংস গিরি ছাড়িয়ে দিতাম।ঠাকুর মাঝে মাঝে ভক্তদের বাড়ি যেতেন আনন্দ করার জন্য।একদিন তিনি বাগবাজারের কোনো এক ভক্তের বাড়িতে যাচ্ছেন।বাগবাজারে গিরিশ ঘোষের ও বাড়ি।তিনি খরব টা পেয়ে গেছেন যে রামকৃষ্ণ ঠাকুর বাগবাজারে আসছেন ।এই সুবর্ন সুযোগ তাকে অপমান করার।এমন সব প্রশ্ন করবো যে উত্তর দিতে না পারলে কান মলে দেবো।সেদিন খুব মদ খেয়ে রকে বসে আছেন ঠাকুর কে অপমান করার জন্য।এদিকে ঠাকুর ভক্তদের সাথে যাচ্ছেন।রকে বসে থাকা গিরিশ ঘোষের সাথে দেখা।ঠাকুরের স্বভাব ছিলো কোনো নুতন লোকের সাথে দেখা হলে তিনি সর্বপ্রথম তাকে প্রণাম করতেন।এখানেও তাই করলেন। গিরিশ বাবুকে দেখে ঠাকুর তাকে আগে প্রণাম করলেন।গিরিশ বাবু চুপ।ভক্তরা বললেন, ইনি সেই বিখ্যাত নট নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।ঠাকুর তখন তাকে বিশেষ গুণী ব্যক্তি বলে আর একবার প্রণাম করলেন।এবার কিন্তু গিরিশ বাবু মুশকিলে পড়লেন।কি করবেন তিনি, লোকটা দু দু প্রণাম করলেন আমাকে ,এবার আমি যদি চুপ থাকি তাহলে ভদ্রতা নষ্ট হয় আবার প্রণাম করলে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়।অনেক ভেবে চিন্তে তিনি প্রতি নমস্কার করলেন। ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন। গিরিশ বাবু ও নমস্কার করলেন।এইভাবে চললো বেশ কিছুক্ষণ তারপর গিরিশ বাবুর পরাজয়। হিসেব করে দেখলেন ঠাকুরের একখানি প্রণাম বেশি হয়েছে। গিরিশ বাবু বললেন, রামকৃষ্ণ, আজ পর্যন্ত আমার মাথা কেউ নত করতে পারে নি কিন্তু তুমি আজ আমার মাথা নত করে দিলে।ঠাকুর হেসে বললেন, দক্ষিণেশ্বর এ যাবি রানী রাসমণির বাগান বাড়ি দেখতে।তারপর আর কি শুরু হলো আসা যাওয়া।ঠাকুরের স্নেহ ভালোবাসা ও কৃপাতে একদিন মহাপাপী গিরিশ ঘোষ ভক্ত ভৈরব গিরিশ ঘোষে পরিণত হলেন।ভগবান ভক্তের সব অহংকার চূর্ণ করে তাকে কাছে টেনে নিলেন।

পাঠকের চিঠি

কোন নুড়িতে নারায়ণ আছে তাকি কেউ বলতে পারে?

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভুতে সেই প্রেমময়।অর্থাৎ ভগবান সবার মধ্যে আছেন।সবার মধ্যে ভগবানের অনন্ত শক্তি কাজ করছে সেজন্য কাউকে ছোট ভাবতে নেই,দুর্বল,কমজোর,ও অসহায় ভাবতে নেই।কাউকে ঘৃণা করতে নেই ও অবজ্ঞা করতে নেই।ভগবান কাকে দিয়ে যে কখন কি কাজ করাবেন তা আমরা কেউ জানি না।এই পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে,যা কিছু ঘটছে সবই ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে।এই টি ভক্তের ভাব।আর যারা অজ্ঞানী ও অহংকারী ব্যক্তি তারাই বলে আমি করছি,আমার অনেক ক্ষমতা,আমার অনেক ধন দৌলত,আমার অনেক শক্তি আমি সব কিছু করতে পারি।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,,নিজেকে দুর্বল ও শক্তিহীন ভেবো না,তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে,তুমি সব কিছু করতে পারো,এটাকে আত্ম বিশ্বাস বলে,অহংকার নয়।জীবনে তাই কিছু করতে হলে আত্মবিশ্বাস দরকার,অহংকার নয়।কোনো জিনিষের অহংকার ভালো নয়।অহংকার মানেই পতন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতিত গাছের পাতাটি ও নড়ে না।প্রকৃত জ্ঞান যার হয় তার মধ্যে এই বোধ টা আসে তখন তার পা বেতালে পড়ে না।কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন,ভগবানের ইচ্ছাতেই যখন সব কিছু হচ্ছে তাহলে খারাপ কাজ ও পাপ কাজের জন্য ও আমরা কেউ দায়ী নই সবই ভগবান করছেন।ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই বিষয়ে বলেছেন,,যার তাল জ্ঞান আছে তার পা বেতালে পড়ে না।অর্থাৎ যার ভালো মন্দ ও পাপ পুন্য বোধ আছে সে জীবনে খারাপ কাজ ও পাপ কাজ করতে পারে না।তাই ঠাকুর বলেছেন,,নিজেকে পাপী বলতে নেই।যে নিজেকে পাপী পাপী বলে সে শালা পাপী হয়ে যায়।আমি তার নাম করেছি আমার আবার পাপ কিসের এই বিশ্বাস চাই।অদ্ভুত কথা ঠাকুরের।এই আশা,এই ভরসা,এই বিশ্বাস আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি।তাই শুরুতেই বলেছি কাউকে ছোট ভাবতে নেই,কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই।ঠাকুর বলে ছেন,,,কোন নুড়িতে নারায়ণ আছে তা কি কেউ বলতে পারে গো তাকি কেউ বলতে পারে। তাই, যেখানে দেখিবে ছাই,উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মাতাজী আশ্রম হাতা থেকে মতিয়াবিন্দ অপারেশনের জন্য ৪৬জন রোগীকে পূর্ণিমা নেত্রালয় জামশেদপুরে অপারেশন করা হলো

পটকা ঃ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে পরিচালিত রামকৃষ্ণ মিশন ও মাতাজী আশ্রম সেবা ধর্মে সমর্পিত। সারা বছর নানা বিধ মানব সেবার কাজ করে চলেছে।বিগত ১৯ শে নভেম্বর মাতাজী আশ্রমে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে নিশুলক নেত্র চিকিৎস্যা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিলো।

শিবিরে মোট ৭৫ জনের নেত্র পরীক্ষা করা হয় তাদের মধ্যে ৫০ জনের মতিয়াবিন্দ পাওয়া গেছিলো।মাতাজী আশ্রম থেকে আজ তারিখ ২৩ শে নভেম্বর বেলা ১২ টায় ৪৬ জন রোগীকে মিশনের বাসে করে অপারেশন করার জন্য পূর্ণিমা নেত্রালয় নিয়ে যাওয়া হলো। ২৪ শে নভেম্বর পূর্ণিমা নেত্রালয়ে নিশুলক অস্ত্র উপচার করা হল।তারপর রামকৃষ্ণ মিশনের সাকচি শাখাতে রোগীদের সেবার জন্য রাখা হবে।রোগীদের থাকা খাওয়া,ওষুধ পত্র,চশমা সব কিছু ফ্রী দেওয়া হবে।আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৮ তারিখে রোগীদের মাতাজী আশ্রমে পৌছে দেওয়া হবে।আজ মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সুনীল কুমার দে,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,লোচনা মণ্ডল,বিমল মণ্ডল প্রমুখ রোগীদের বিদাই দিলেন।ফটিক চন্দ্র মাহাতো ও পশুপতি মাহাতোর দেখা শোনায় রোগীরা থাকবে।মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে রোগীদের যাতে সফল অপারেশন হয় তারজন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা হলো।

নতুনভাবে এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এসআইটির তৎপরতা, ৩৭ জনের তালিকা প্রস্তুত করে দুজন এপিএস অফিসারকে গ্রেফতার, পাঁচ দিনের হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

অতি শীঘ্র তালিকায় থাকা অন্যান্য অফিসারদের গ্রেফতারের সম্ভাবনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা তদন্ত কমিশন রাজ্য সরকারকে দুটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত ডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বে এসআইটি গঠন করে দিয়েছেন। এবার ৬ সদস্যের এসআইটি ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে ৩৭ জন অফিসারের তালিকা প্রস্তুত করেছে । এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে তথা টাকা দিয়ে চাকরি নেওয়ার অপরাধে মঙ্গলবার মধ্যরাতে ৩৭ জনের মধ্যে দুজন এপিএস অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছে এসআইটি। গ্রেপ্তার হওয়া যোরহাট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাজাহান সরকার এবং ওদালগুরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াকে বুধবার আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আদালত দুজনকে পাঁচ দিনের এসআইটি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে বলেছেন তিনি প্রথম প্রতিবেদন সবিস্তার খতিয়ে দেখেছেন। কিন্তু সরকারকে দাখিল করা দ্বিতীয় প্রতিবেদন এখনো তিনি ভালো করে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাননি। তবে প্রথম প্রতিবেদনে বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা মোট ৩৪ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো বিচারপতি সেই নির্ধারিত বছরের সম্পূর্ণ ব্যাচকে খারিজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে সম্পূর্ণ ব্যাচকে খারিজ করে দেওয়া সহজ বিষয় নয়। কারণ সেই ব্যাচে সৎ পথে থাকা মেধা সম্পন্ন প্রার্থীও রয়েছেন। একজন বিচারপতি শুধুমাত্র আইনের দিকটি পর্যালোচনা করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিষয়টির আইনের দিকের পাশাপাশি মানবীয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা নাম উল্লেখ করে দেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্তের স্বার্থে এসআইটি গঠন করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অতিরিক্ত ডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বে গঠন করে দেওয়া এসআইটি এবার এক্ষেত্রে ব্যাপক সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এরই অংশ হিসেবে যোরহাট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাজাহান সরকার এবং ওদালগুরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। মঙ্গলবার গভীর রাতে গ্রেফতার করার পর বুধবার দুপুর পর্যন্ত এসআইটি দুজনকে মহানগরের কাহিলীপাড়া স্থিত অসম পুলিশের বিশেষ শাখার কার্যালয়ে ব্যাপক জেরা করেছে। এরপর তাদের আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আদালতের তাদের পাঁচদিনের এসআইটি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৩-১৪ সালে এই দুজনের এপিএস হিসেবে চাকরি হয়েছিল। সে সময়ে এপিএসসির কর্তা ছিলেন বিতর্কিত রাকেশ পাল। অবশেষে এপিএসসির চাকরি সংক্রান্তে নানা কেলেঙ্কারি তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া দুর্নীতিগ্রস্ত রাকেশ পাল সহ এক্ষেত্রে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তৎকালীনভাবে গঠন করে দেওয়া তদন্ত কমিটি প্রার্থীদের পরীক্ষা দেওয়া সংক্রান্তে নানা বিসংগতি খুঁজে বের করেছিল। মূলত বেশ কয়েকজন প্রার্থীর উত্তর পত্রে হাতের লেখার ক্ষেত্রে বিসংগতি পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া বেশ কয়েকজন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার নম্বরে অনিয়ম ছিল। এর উপরে ভিত্তি করেই দুর্নীতিতে জড়িত প্রার্থীদের খুঁজে বের করে তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এবার তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। ফলে অপরাধের ভিত্তিতে তাদের উপরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কারো কারো বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত কিংবা কয়েক জনকে নিলম্বন করা হবে। তবে এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে অধিকাংশ প্রার্থীকে গ্রেফতার করার সর্বাধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

টুকরো খবর

লোকসভা নির্বাচন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে রাজ্যের তিনটি কেন্দ্রে ব্যাপক তৎপরতা এআইইউডিএফ এর

লোকসভা কেন্দ্রগুলোতে সফর এবং প্রচার অভিযান চালানোর জন্য দলীয় নেতাদের পাঁচটি উচ্চস্তরীয় দল গঠন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে। মূলত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে স্থান না পাওয়ার পর এআইইউডিএফ নিজস্বভাবে নিজেদের প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। করিমগঞ্জ, ধুবড়ি এবং নগাঁও রাজ্যের এই তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে মনোনিবেশ করে দলটি আসন্ন নির্বাচনের জন্য বিস্তারিত রণ কৌশল প্রস্তুত করেছে। সেই হিসাবে এই তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে সফর এবং প্রচার অভিযান চালানোর জন্য দলীয় নেতাদের পাঁচটি উচ্চস্তরীয় দল গঠন করে দিয়েছে এআইইউডিএফ। প্রসঙ্গত সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ মূলত করিমগঞ্জ, ধুবড়ি এবং নগাঁও কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্র জোট গঠন না হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে সন্তুষ্ট নয় দলটি। কিন্তু কংগ্রেসের প্রত্যাখ্যান সহ্য করে নিয়ে নতুন উদ্যমে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তুতি নিয়েছে এআইইউডিএফ। তবে শুধুমাত্র প্রস্তুতি নেওয়া নয় বিজেপির সঙ্গে সমানভাবে কংগ্রেসের বিশেষ করে সভাপতি ভূপেন বরার কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তবে শুধুমাত্র দলের সভাপতি নন দলের অন্যান্য বিধায়ক বিশেষ করে বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া এবং বিধায়ক রফিকুল ইসলাম অনবরত ভাবে বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করছেন। এমনকি বিজেপি এআইইউডিএফ এর শত্রু হলেও তার থেকে বেশি শত্রু কংগ্রেস বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। এবার লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে তথা করিমগঞ্জ, ধুবড়ি এবং নগাঁও কেন্দ্র নিয়ে এবার নিজেদের রণকৌশল চূড়ান্ত করে নিয়েছে এআইইউডিএফ। এই তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে সফর করে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচার করার জন্য পাঁচটি উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধি দল গঠন করে দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রথম দলটি ২৩ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন জনসভা বৈঠক এবং নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশ নেবে। এই প্রতিনিধি দলটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন দলের সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইসলাম, রাজনৈতিক সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া, উপসভাপতি তথা বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর, বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরী এবং বিধায়ক জাকির হোসেন লস্কর। এই প্রতিনিধি দলটি আগামী ২৪ নভেম্বর হাইলাকান্দি এবং ২৫ নভেম্বর করিমগঞ্জে অনুষ্ঠেয় জনসভায় অংশ নেবে। এআইইউডিএফ এর দ্বিতীয় প্রতিনিধি দলটি আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে কাটাবে। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন দলের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক হাফিজ বশির আহমেদ, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইসলাম, রাজনৈতিক সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক নজরুল হক, বিধায়ক মিজানুর রহমান এবং বিধায়ক শামসুল হুদা। এই দলটি আগামী ২৮ নভেম্বর বিলাসিপাড়া, ২৯ নভেম্বর দক্ষিণ শালমারা, ৩০ নভেম্বর গৌরীপুর তথা গোলকগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর সৃজন গ্রাম তথা বঙাইগাঁও এবং ২ ডিসেম্বর গোয়ালপাড়ায় দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবে। তৃতীয় প্রতিনিধি দলটি আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে সময় কাটাবে। এই প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে রয়েছেন দলের উপসভাপতি তথা বিধায়ক আলহাজ আহমেদ ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক হাফিজ রফিকুল ইসলাম, আর্থিক সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক মজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক চম্পক কলিতা, বিধায়ক আশরাফুল ইসলাম এবং ইউথ ফ্রংট এর সভাপতি জেহেরুল ইসলাম। প্রতিনিধি দলটি সদস্যরা নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে রূপহী, সামুগুড়ি এবং রহা তথা বটদ্রোবা এলাকায় বিভিন্ন জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন। একইভাবে এআইইউডিএফ এর চতুর্থ প্রতিনিধি দল আগামী ৮ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফের একবার করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে সফর করবে। এই প্রতিনিধি দলটিতে থাকবেন দলের সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক হাফিজ রফিকুল ইসলাম, আর্থিক সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক মজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক নজরুল হক এবং বিধায়ক আশরাফুল হোসেন। অন্যদিকে ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পঞ্চম প্রতিনিধি দলটি ফের একবার নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে উপস্থিত হবে। এই প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে থাকবেন এআইইউডিএফ এর সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইসলাম, রাজনৈতিক সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক নজরুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক চম্পক কলিতা।

হতাশাগ্রস্ত কংগ্রেসের একমাত্র অস্ত্র মিথ্যাচার, অভিযোগ রাজ্য বিজেপির

২০২৬ সালে সরকার গঠন হলে মাশুল সংক্রান্ত টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে ভূপেন বরা, দেবব্রত শইকীয়া আকাশের চাং বানিয়েছেন বলে মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা, মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়ার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সেবা মাশুল সংগ্রহ সংক্রান্তে এবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রানত্মক হয়ে উঠেছে রাজ্য বিজেপি। অসম সরকার পুলিশ সেবা সেতুর মাধ্যমে বিভিন্ন অনুমতি প্রদান প্রক্রিয়াকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য নেওয়া পদক্ষেপের সমালোচনা করার নামে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা এবং বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া সহ সম্পূর্ণ বিরোধীপক্ষ চূড়ান্ত মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা এবং মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া। নানা সেবা সংক্রান্তে প্রক্রিয়া জনিত মাশুলকে ব্যাপক কর বৃদ্ধি বলে আখ্যা দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে কংগ্রেস রাজ্যের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতারা। উল্লেখ্য রাজ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিহু অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সভা, আলোচনা চক্র, সাংস্কৃতিক মিছিল, কার বাইক সাইকেল রেলি, বাণিজ্যিক মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি আযোজেনের জন্য সরকার যথা প্রযোজ্য মাশুল নির্ধারণ করে এক নির্দেশ জারি করেছে। তবে এক্ষেত্রে কংগ্রেস সহ দলটির নেতৃত্বাধীন বিরোধী পক্ষের ১৫ টি রাজনৈতিক দল সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে এর প্রতিবাদে অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচি পালন করেছে। এমনকি ২০২৬ সালে কংগ্রেস সরকার গঠন করার পর সেই মাশুল ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা, মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া বলেন এই মন্তব্য করে ভূপেন বরা, দেবব্রত শইকীয়া আকাশের চাং বানিয়েছেন। মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা, মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া বলেন কংগ্রেস স্বাধীনতা পাওয়ার পর ছয় দশকের অধিক কাল ধরে শাসনের থেকে অসমের কলা কৃষ্টি সংস্কৃতির রক্ষার জন্য নামমাত্র ভূমিকাও গ্রহণ করেনি। এবার বিরোধী আসনে থাকার সময় অসমের কলা কৃষ্টি সংস্কৃতির দিকে মনোনিবেশ করেছে কংগ্রেস। এর পরিবর্তে ভারতীয় জনতা পার্টি শাসনে আসার পরেই অসমের সমাজ সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্র স্বরূপ নামঘর, সত্র সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আত্মীয় সাহায্য করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যের বিহু বিশ্বের প্রেক্ষাপটে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি বিহু সমিতিকে দেড় লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে সরকার। অথচ মাশুলের বাবদ মাত্র ৩০০ টাকা সংগ্রহ করে সরকার রাজ্যের আর্থিক সংকট দূর করতে চলেছে বলে কংগ্রেসের করা অভিযোগ চরম হাস্যকর বলে বিজেপি মন্তব্য করেছে। বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা অসম রাইট টু পাবলিক সার্ভিস অধ্যাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা তথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া এই অধ্যাদেশ সম্পর্কে ভুয়া প্রচার করছেন। শুধুমাত্র সাধারণ জনতার সুবিধার্থে এই আইনের আধারে নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই আইনটি মূলত ২০১২ সালের, ২০১৯ সালে এই আইনের সংশোধন করা হয়েছিল। ২০২৩ সালে ফের একবার এই আইনের আঁধারে সেবা সম্পর্কে নতুন নীতি সংযোজন করা হয়েছে। এখানে ই কমপ্লেন, অনলাইন এফআইআর সহ মোট ২৬ টি সেবার কথা উল্লেখ করা রয়েছে। তিনি জানান আগে একটি বিহু উদযাপন সমিতি অনুষ্ঠান আযোজন অনুমতি চেয়ে তিন চার দিন জেলাশাসকের কার্যালয় তথা পুলিশ থানায় যেতে হয়েছিল। এর জন্য বহু সময়ের অপচয় করার পাশাপাশি অর্থ ব্যয় হচ্ছিল। কিন্তু বর্তমান এই সমিতি গুলো বাড়িতে বসেই অনলাইনে মাধ্যমে এই অনুমতি লাভ করতে পারবে। তিনি বলেন সাধারণ মানুষ যাতে সময় মতে সরকারি বিভিন্ন সেবা পেতে পারে তার প্রতি দৃষ্টি রেখে সরকার এই নির্দেশনার ব্যবস্থা করেছে। তবে এই ধরনের ব্যবস্থা শুধুমাত্র অসমে নেই। কেরালা রাজস্থান মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে পূর্ব থেকেই এই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে বিরোধী কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সাধারণ জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। তিনি বলেন সাধারণ জনতার জন্য নেওয়া সরকারের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সমর্থন পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া বলেন কংগ্রেস নেতাদের এটা মনে করা উচিত যে কংগ্রেসের শাসনকালে অসময় গ্রামে গঞ্জে রাস্তাঘাটে অবৈধভাবে চেক গেট স্থাপন করেছে করা হয়েছিল। কংগ্রেসীদের এই ধরনের কার্যকলাপের ব্যাপক সমালোচনা করেছিল সাধারণ জনতা। ফলে অবৈধ চেক গেট স্থাপন করে অবৈধ অর্থ সংগ্রহে বিশ্বাসী কংগ্রেস অসমের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উত্তরণের কথা বললে অশোভনীয় দেখা যায় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্য মুখপাত্র মনোজ বড়ুয়া।

বিভিন্ন সরকারি সেবার বিপরীতে ধার্য করা মাশুল সংক্রান্তে অপপ্রচার তথা ভুল বার্তা প্রেরণে জড়িত কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজস্থানে ৩০০ ধরনের সেবা কর নেওয়া হচ্ছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেস শাসিত রাজ্য রাজস্থানে ৩০০ ধরনের সেবা কর কিংবা মাসুল নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টি অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা জানেন কিনা সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন সভাপতি ভূপেন বরা যদি রাজস্থানের বিভিন্ন সেবা করের বিষয়ে জ্ঞাত তাহলে তাকে রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। যদি কেউ রাজনৈতিক সভার আয়োজন করেছে এবং সেখানে যদি পুলিশ আমার প্রয়োজেনীয়তা রয়েছে তাহলে এর বিনিময় কিছু একটা দিতে হবে। এটা নিয়মের কথা। অসমে এটা ছিল না কিন্তু কংগ্রেস শাসিত প্রতিটি রাজ্যে এই ব্যবস্থা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত রাজ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিহু অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সভা, আলোচনা চক্র, সাংস্কৃতিক মিছিল, কার বাইক সাইকেল রেলি, বাণিজ্যিক মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি আযোজেনের জন্য সরকার যথা প্রযোজ্য মাশুল নির্ধারণ করে এক নির্দেশ জারি করেছে। তবে সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরেই বিরোধীপক্ষ নতুনভাবে শাসক পক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিরোধী পক্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতারা পৃথক পৃথক ভাবে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। তাছাড়া কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী পক্ষের ১৫ টি রাজনৈতিক দল সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচি পালন করেছে।

বিভিন্ন সেবার বিপরীতে সরকারের মাশুল ধার্য করাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস তথা বিরোধী পক্ষের অত্যাধিক সক্রিয় হয়ে ওঠা সংক্রান্তে বৃহস্পতিবার অসম সচিবালয় জনতা ভবনের নিজস্ব কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করেছিলেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন অসমে কয়েকটি সেবার বিপরীতে মাশুল আরোপ করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস থাকা বিরোধী পক্ষে থাকা রাজনৈতিক দলগুলো এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন অসমে এক্ষেত্রে এক নজিরবিহীন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অথচ সভাপতি ভূপেন বরা কিংবা অন্যান্য নেতারা কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোতে মাশুল কিংবা রয়েছে কিনা সেটা জেনে নেওয়া দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই সংক্রান্তে কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান সরকারের ৩০০ ধরনের সেবার বিপরীতে করের তালিকা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন রাজস্থানে প্রায় ৩০০ টি বিভিন্ন ব্যবস্থা তথা সেবার জন্য ১০০, ২০০ টাকা করে কর সংগ্রহ করছে সেই রাজ্যের কংগ্রেস সরকার। এই বিষয়টি অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জানেন কিনা এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন যদি জানেন তাহলে তাদের সরকার রাজস্থানে ভুল করছে এটা বলে ভূপেন বরার অসমবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। তাদের ভুল হয়েছে এটা বলে ক্ষমা চাইতে হবে। রাজস্থান সরকারের ই মিত্র সার্কুলার ৩৫ শীর্ষক এই নির্দেশ ২০২০ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। এই সার্কুলারের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ ধরনের বিভিন্ন ব্যবস্থা কারণ তথা সেবার জন্য ৫০, ১০০, ২০০ টাকা কর সংগ্রহ করেছে রাজস্থান সরকার। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন ডকুমেঃট প্রিন্ট আউট সার্টিফিকেট ইন পিভিসি কার্ড এই সেবার জন্য ৩০ টাকা কর ধার্য করা হয়েছে। প্রিন্ট আউট অফ ডিজিটাল সাইন সার্টিফিকেট এই সবার জন্য ২০ টাকা কর সংগ্রহ করা হচ্ছে। যেকোনো ধরনের সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য রাজস্থান সরকার দশ টাকা কিংবা ২০ টাকা কিংবা ৩০ টাকা মাশুল নিচ্ছে। কৃষি বিভাগে প্রায় প্রতিটি আবেদন পত্র জমা দেওয়ার জন্য ৫০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র কৃষি বিভাগের জন্য ২৪ টি সেবা কর ধার্য করা হয়েছে। তাছাড়া রেশন কার্ডের ক্ষেত্রে নামের ভুল সংশোধন, নতুন নাম সংযোজন এর জন্য ৫০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। এভাবে কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান সরকারের সার্কুলারে থাকা অন্যান্য সেবা কর সংক্রান্তে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

তিনি বলেন যেহেতু রাজস্থান সরকার শ্রমিক বিভাগ সহ বিভিন্ন সেবার জন্য মাশুল সংগ্রহ করছে ফলে অসমের কংগ্রেস নেতাদের যদি ন্যূনতম সম্মান লজ্জাবোধ রয়েছে তাহলে অসমবাসীকে তাদের বলা উচিত যে তারা রাজস্থানে ভুল করছে। বিশেষ করে অসম পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন মাশুল সংক্রান্তে কংগ্রেস সহ রাজ্যের বিরোধী পক্ষ অধিক তৎপর হয়ে উঠে সমালোচনা করেছে আন্দোলন করছে। ফলে এবার রাজস্থানের পুলিশ বিভাগের নানা ধরনের মাশুল সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন রাজস্থানে সে রাজ্যের পুলিশ যদি ডিজিটাল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেয় তাহলে সেটার জন্য মাশুল ধার্য রয়েছে ৫০ টাকা। তাছাড়া পুলিশ রিপোর্ট ফর আর্টিকেল ডকুমেন্ট লস ইন রাজস্থান এই সেবার জন্য ৫০ টাকা মাশুল দিতে হবে। পুলিশ ট্রেনেন্ট ভেরিফিকেশন ফরম ফিলাপ ৫০ টাকা। একইভাবে সার্ভেন্ট ভেরিফিকেশন ফরম ফিলিং ৫০ টাকা। রিক্রুটমেন্ট অফ কনস্টেবল ফর্ম ফিলিং এর জন্য ৫০ টাকা মাশুল ধার্য করা রয়েছে। এভাবে শুধুমাত্র পুলিশ বিভাগ নয় পর্যটন বিভাগ, বিজনেস রেজিস্টার, ড্রাগ লাইসেন্স, রাজস্থান স্টাফ সিলেকশন বোর্ড ছাড়া অন্যান্য বহু সরকারি বিভাগের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের সেবার জন্য মাশুল নির্ধারণ করা রয়েছে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা এই সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের রয়েছে। তবে আগামী ৩ ডিসেম্বর কংগ্রেস রাজস্থানে খুব খারাপ ভাবে পরাজিত হবে। কিন্তু ২০২০ সালের সার্কুলার অনুযায়ী এই ধরনের কর সংগ্রহ করছে রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার। ফলে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার ন্যূনতম মুখো লজ্জা রয়েছে তাহলে তার ক্ষমা চাওয়া উচিত। কংগ্রেসের সাথের দলগুলোর কোনো বিধায়ক নেই ফলে এই ক্ষেত্রে তাদের কোনো মতলব নেই। কংগ্রেসের নেতাদের যদি ন্যূনতম মুখো লজ্জা রয়েছে রয়েছে তারা যেন মন্তব্য প্রকাশ করেন। তারা বলুক যে রাজস্থানে কোন ধরনের কর সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই তাহলে অসমে সেটা কেন কার্যকরী করা হয়েছে। তারা বলুক রাজস্থান ছত্রিশগড়ে কোনো ধরনের করের ব্যবস্থা নেই বললাম মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন সম্প্রতি তিনি ফেসবুকের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে অসমে পেট্রোলের মূল্য ৯৮, ৯৯ টাকা হলেও কর্নাটকে সেটার মূল্য ১০৮, ১০৯ টাকা।

এক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষকে ওপেন ডিবেটে আসার জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন রাজ্যে সামান্য মাশুল আরোপ করে অসম সরকার কিংবা গৃহ বিভাগ বছরে হয়তো ১৫ তথা ২০ লক্ষ টাকা পাবে। এর থেকে বেশি টাকা আদায় হবে না। একটি রাজনৈতিক সভায় যদি অসম পুলিশকে কিছুটা মাশুল দিতে হয় এই ধরনের কতটি অনুষ্ঠান রাজ্যে আযোজিত হচ্ছে সেটা ভাবতে হবে। অথচ রাজ্যের বিহু উদযাপন কমিটি গুলোকে দেড় লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বর্তমান এই টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। দুর্গাপূজা আযোজক কমিটিদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যে অনুষ্ঠেয় প্রায় আড়াই হাজার রাস আযোজক কমিটিকে ২৫ হাজার টাকা করে দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন বাবর আকবর তথা ঔরঙ্গজেবের আদর্শে গঠিত কংগ্রেস কোনদিনও বিহু কমিটি গুলোকে দেড় লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা চিন্তা করতে পেরেছিল কি। রাস উৎসবে ২৫ হাজার টাকা, দুর্গাপূজায় ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার চিন্তা করতে পারেনি কংগ্রেস। বিজেপি সরকার শুধুমাত্র চিন্তা করেনি এই অর্থ সাহায্য তুলে দিয়ে সাধারণ জনতার সেবা করেছে। রাজ্যের কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

টি টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারালো ভারত

বিশাখপত্তনমঃ একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে কার্যত বিনা লড়াইয়ে হেরে গিয়েছিল ভারত। তাদের এবার হারালো টি টোয়েন্টিতে।

রোহিত, বিরাট, কেএল, শ্রেয়স, শামি, বুমরাহরা পারেননি বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে। তবে টি টোয়েন্টি সিরিজে তাদের হারিয়ে দিল তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে গঠিত ভারতীয় দল। নতুন অধিনায়ক, নতুন কোচ, টিমে অধিকাংশ নতুন প্লেয়ার, অনেকেই অস্ট্রেলিয়ার মতো বড় টিমের বিরুদ্ধে প্রথম খেলছে, তাদের নিয়েই বাজিমাত করলো ভারত। সেটাও করলো রেকর্ড রান তাড়া করে।

ভারতের নির্বাচকরা একটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হার্দিকের চোট এখনো না সারায় তারা অধিনায়ক করে দেন সূর্যকুমার যাদবকে। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে সূর্য তেমন কোনো ছাপ রাখতে পারেননি। তারপরেও তার উপরই ভরসা রাখেন নির্বাচকরা। বিশাখপত্তনমে সূর্যকুমার যাদব। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দলকে নেতৃত্ব দেন তিনি। বিশাখপত্তনমে সূর্যকুমার যাদব। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দলকে নেতৃত্ব দেন তিনি।

সূর্যও বুঝিয়ে দিলেন, যোগ্য পাত্রেই ভরসা রেখেছেন নির্বাচকরা। অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস যখন চলছে, তখন একবারের জন্যও উত্তেজিত হতে দেখা গেল না তাকে। স্মিথ ও ইংলিস যখন বেধড়ক মারছেন, তখনো তার মুখে হাসি। বোলাররা এক ওভারে ১৬-১৮ রান দিলেও তাদের বকাবকি নয়। বরং হেসে অভয় দিয়েছেন সূর্য। একটা 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব নিয়ে চলাফেরা করেছেন।

তারপর ভারতের ইনিংসে যখন দুই উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে গেল, তখন ইশান কিসানকে নিয়ে জুটি বেঁধে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের ছত্রখান করেছেন। চার ও ছয়ের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। ৪২ বলে ৮০ রান করেছেন তিনি। এজন্যই তো তাকে টি টোয়েন্টির আদর্শ প্লেয়ার বলা হয়। তার মধ্যে নয়টি চার ও চারটি ছয় ছিল। ৩৯ বলে ৫৮ রান করেছেন ইশান কিসান। তিনি মেরেছেন পাঁচটি ছয়। মারমুখি ইশান কিসান। ৩৯ বলে ৫৮ রান করেন তিনি। মারমুখি ইশান কিসান। ৩৯ বলে ৫৮ রান করেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ইংলিস ৫০ বলে ১১০ রান করেন। স্টিভ স্মিথ করেন ৪১ বলে ৫১ রান। এই দুজনের কল্যাণে অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে তিন উইকেটে ২০৮ রান করে। ইনিংসের শুরুতেই ভারত বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। রান আউট হন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। তিনি কোনো রান করতে পারেননি। যশস্বী জয়সওয়াল পিটিয়ে খেলছিলেন। কিন্তু তিনিও আট বলে ২১ন রান করে ফিরে যান। এই সময় হাল ধরেন সূর্য এবং ইশান। কিন্তু তারা দুজনে সেট হয়ে যাওয়ার পরেও আউট হয়ে যান। তখন সেই চাপটা সামলান রিংকু সিং। আইপিএলে এরকম পরিস্থিতিতে অনেক ম্যাচ জিতিয়েছেন তিনি। কিন্তু অক্ষর প্যাটেলের অযথা বড় শট মারতে গিয়ে আউট হন। এই সময় সূর্যকে ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল। শেষ ওভারে রবি বিষ্ণোই ও আর্শদীপ সিং রান আউট হন। খেলায় তখন ভয়ংকর উত্তেজনা। দুই বল বাকি, দুই রান বাকি।

শেষ বলে এক রান করতে হতো। এই অবস্থায় শেষ বলে ছয় মারেন রিংকু। তবে সেই ছয়ের দরকারও হয়নি। কারণ, অ্যাবট নো বল করেছিলেন। ফলে ভারত জিতে যায়। ওই ছয় রিংকুর স্কোরে যুক্তও হয়নি। পরে সূর্য বলছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন, এই পিচে অস্ট্রেলিয়া ২৩৫ রান পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু মুকেশ কুমার শেষ ওভারে মাত্র পাঁচ রান দেন। বোলাররা শেষের দিকে ভালো বল করেছেন। আর টিমের সদস্যদের প্রতি তার বার্তা ছিল, আনন্দ করে খেল। খেলাটা এনজয় কর। পাঁচ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারত জিতেছে। পরের খেলা ২৬ তারিখে।

শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ওপর ক্ষুব্ধ?

মুম্বাই ঃ আইসিসির ওয়ানডে বিশ্বকাপ সদ্য শেষ হয়েছে। ভারত শেষ পর্যন্ত শিরোপা না পেলেও প্রায় পুরো টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল। একদিকে যেমন এই প্রতিযোগিতায় ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের শক্তি প্রদর্শনের নজির মিলেছে তেমনই ক্রিকেট মহলের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্যও দেখা গিয়েছে। বিশেষত, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে এই টুর্নামেন্টের সময় বেশ সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে। এতে করে প্রশ্ন উঠেছে, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি কি ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের ওপর ক্ষুব্ধ?

আফগানিস্তান ও নেপালকে বাদ দিলে দক্ষিণ এশিয়ার আরও তিনটি দেশ - পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট কর্মকর্তারা সাম্প্রতিক সময়ে বিসিসিআইয়ের প্রতি প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। দেখা যাক এর প্রধান কারণগুলি ঠিক কী কী!

অর্জুনা রানাতুঙ্গার নিশানায় জয় শাহ

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটার অর্জুনা রানাতুঙ্গা বিসিসিআই সচিব জয় শাহের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের (এসএলসি) কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছেন। এরপর শ্রীলঙ্কা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে একটি বিবৃতিও জারি করতে হয়। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড বিশ্বকাপের আগে থেকেই অনিশ্চয়তার সঙ্গে যুঝছিল। কিন্তু বিশ্বকাপে তাদের দলের পরাজয়ের পরে গোলযোগ এবং সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সদস্যপদ স্থগিত করে দেয় আইসিসি ।

সংবাদমাধ্যমে উঠে আসা খবর অনুযায়ী, 'ট্রুথ উইথ চামুডিথা' নামে একটি টক শোতে জয় শাহের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ তোলেন রানাতুঙ্গা। তিনি বলেছিলেন, এসএলসি কর্মকর্তাদের সঙ্গে জয় শাহের সম্পর্কের কারণে, এসএলসিকে দমন এবং নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে বলে তারা (বিসিসিআই) মনে করে। জয় শাহ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটও পরিচালনা করছেন । এসএলসি শেষ হয়ে যাচ্ছে জয় শাহের চাপের ফলে।

একজন ভারতীয়ই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তিনি শুধুমাত্র তার বাবা, যিনি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও, তার কারণেই শক্তিশালী, জয় শাহ প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন রানাতুঙ্গা। প্রসঙ্গত জয় শাহ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলেরও সভাপতি। রানাতুঙ্গার ওই মন্তব্যের পর শ্রীলঙ্কা সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে। মন্ত্রী কাঞ্চানা উইজসেকারা পার্লামেন্টে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ত্রুটির জন্য এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল বা অন্যান্য দেশের প্রেসিডেন্টকে দায়ী করা যায় না।

সাধারণত আইসিসি আয়োজিত প্রতিযোগিতাগুলিতে সারা বিশ্ব থেকে ভক্তরা তাদের দলকে সমর্থন করতে জড়ো হন। কিন্তু বহু পাকিস্তানি ক্রিকেট সমর্থক ভারতের ভিসা না পাওয়ায় গত ১৪ই অক্টোবর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ভারতপাকিস্তান ম্যাচে তারা ছিলেন পুরোপুরি অনুপস্থিত। উল্টোদিকে গোটা মাঠ জুড়ে ছিলেন শুধুই ভারতীয় সমর্থকরা, যার ফলে স্টেডিয়ামে সে দিন শুধুই 'নীল রংয়ের সাগর' চোখে পড়েছিল।

পাকিস্তান দলের ডিরেক্টর মিকি আর্থার বলেন, সত্যি বলতে কী, এটা আইসিসির ইভেন্ট বলে মনেই হয়নি। দেখে মনে হচ্ছিল যেন, এটি একটি বিসিসিআই আয়োজিত দ্বিপাক্ষিক সিরিজ।

তিনি বলেন, আমি খুব কমই মাইকে 'দিল দিল পাকিস্তান' গানটি বাজাতে শুনেছি। এই গানটি হল পাকিস্তানের স্পোর্টস অ্যানথেম। পরে আফগানিস্তান যখন পাকিস্তানকে হারায়, তখন ইংল্যান্ডের সাবেক টেস্ট অধিনায়ক মাইকেল ভন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় চেন্নাইতে দিল দিল পাকিস্তান গানটি বাজানো হয়নি। এ ছাড়া টস ও পিচ নিয়ে ষড়যন্ত্র তত্ত্বও ছড়িয়েছেন পাকিস্তানের কয়েকজন সাবেক ক্রিকেটার। তারা ভারতের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে সুযোগ নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন। দুই দেশের ক্রিকেটারদের পরস্পরের সম্বন্ধে এ জাতীয় উক্তি অবশ্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা স্পষ্ট করে দেয় যে উপমহাদেশের দুই বৃহত্তম ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে টানাপোড়েন বেড়েছে। এর আগে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বা পিসিবির তরফে আইসিসির অর্থ বণ্টনের বিষয়ে স্পষ্টতা দাবি করা হয়েছিল। পিসিবি চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি তখন অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে আইসিসির রাজস্ব থেকে ভারতের আরও বেশি অংশ পাওয়া উচিত। তার যুক্তি ছিল, ভারত হল ক্রিকেটের 'ফিনান্সিয়াল ইঞ্জিন', অর্থাৎ ভারতের কারণে অর্থাগম বেশি হয়। যদিও প্রস্তাবিত রাজস্ব মডেল নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। গত বছর থেকেই স্থির ছিল পাকিস্তানই হবে এশিয়া কাপের আয়োজক দেশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে পাকিস্তানে খেলতে অস্বীকার করে বিসিসিআই। চলতি বছরের ২৮শে মে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতিদের আইপিএল ফাইনাল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বিসিসিআই। সে সময়ে এশিয়া কাপ ও এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলের অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। পরে এশিয়া কাপের সূচি পরিবর্তন করা হয়। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইকে সমর্থন করেছিল এবং এশিয়ান ক্রিকেটে একলা পড়ে গিয়েছিল পিসিবি। প্রাথমিকভাবে পিসিবি বলেছিল, টুর্নামেন্টটি সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হোক এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সেখানে যৌথ আয়োজক হওয়া উচিত। কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার কথা উল্লেখ করে শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ এর বিরোধিতা করে এবং শেষ পর্যন্ত পিসিবিকে শ্রীলঙ্কাকে এশিয়া কাপের যৌথ আয়োজক হতে রাজি করাতে হয়। তদানীন্তন পিসিবি প্রধান নাজাম শেঠি তখন এসিসির প্রেসিডেন্ট তথা বিসিসিআই সচিব জয় শাহকে নিশানায় রেখে এক্সএ (সাবেক টুইটার) একটি দীর্ঘ পোস্ট লিখেছিলেন। সে সময় জয় শাহও একটি বিবৃতি জারি করে এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে, সমস্ত স্থায়ী সদস্য এবং মিডিয়া রাইটস হোল্ডাররা পুরো টুর্নামেন্টটি পাকিস্তানে আয়োজন করার বিষয়ে অনিচ্ছুক ছিলেন। পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ ছিল। জয় শাহ জানিয়েছিলেন, পিসিবির নেতৃত্ব হঠাৎ পরিবর্তনের কারণে সঠিকভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। পরে কলম্বোয় খেলা ম্যাচগুলিতে বৃষ্টির প্রভাব পড়লে, পিসিবি প্রধান জাকা আশরাফ এসিসির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। এই পুরো ঘটনায় ক্রিকেটের এই দুই শক্তিধর দেশের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে যায়। বিশ্বকাপের ঠিক আগে এশিয়া কাপ চলাকালীন ভারত আর পাকিস্তানের বিরোধের মাঝে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আটকে পড়ে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস টুর্নামেন্ট চলাকালীন তাদের খেলোয়াড়দের শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান সফরে যাওয়ায় বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এসিসির কলম্বোতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সুপার ফোর ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে রাখার সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। তিনি এটিকে পক্ষপাতদুষ্ট পদক্ষেপ বলে অভিযোগ করেন। অনেক প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারও রিজার্ভ ডে রাখার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। তবে পরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড বিবৃতি জারি করে পুরো বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে বলেছে, এই সিদ্ধান্তটি চারটি দল এবং এসিসির সম্মতিতে নেওয়া হয়েছে।

টিভিতে ভারত বিশ্বকাপ দেখা হয়েছে ৪২ হাজার ২০০ কোটি মিনিট

মুম্বাই ঃ সম্প্রচারের দর্শকসংখ্যা এবং স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখায় এবারের বিশ্বকাপ রেকর্ড গড়েছে বলে জানিয়েছে আইসিসি এবং এর সম্প্রচার অংশীদার ডিজনি স্টার। আইসিসি জানিয়েছে, গত ৫ অক্টোবর শুরু হয়ে ১৯ নভেম্বর শেষ হওয়া বিশ্বকাপের মোট ৪৮ ম্যাচে স্টেডিয়ামে বসে ১২ লাখ ৫০ হাজার ৩০৭ দর্শক খেলা দেখেছেন। ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ এ পথে ভেঙেছে ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যার রেকর্ড। আট বছর আগের সে বিশ্বকাপে স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখেছেন ১০ লাখ ১৬ হাজার ৪২০ দর্শক। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৯ বিশ্বকাপ তালিকায় তৃতীয়। সেবার স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখেছেন ৭ লাখ ৫২ হাজার দর্শক।

ডিজনি স্টার জানিয়েছে, টিভিতে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ দেখেছেন ৫১ কোটি ৮০ লাখ দর্শক। ৪৮ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে ৪২ হাজার ২০০ কোটি মিনিট খেলা দেখেছেন দর্শকেরা। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ, জানিয়েছে ভারতের ব্রডকাস্ট অডিয়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (বিএআরসি)।

ভারত অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল ম্যাচেও হয়েছে নতুন রেকর্ড। টিভিতে ভারত অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল দেখেছেন ৩০ কোটি দর্শক। যেখানে ফাইনাল ম্যাচের একটি মুহূর্তে একসঙ্গে টিভিতে চোখ রেখেছেন ১৩ কোটি দর্শক। ডিজনি স্টার জানিয়েছে, টিভিতে সম্প্রচারিত কোনো ক্রিকেট ম্যাচে এটাই সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যা।

বিশ্বকাপ ফাইনাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও দর্শকসংখ্যার নতুন রেকর্ড গড়েছে। ফাইনাল ম্যাচের একটি মুহূর্তে একসঙ্গে ৫ কোটি ৯০ লাখ দর্শক চোখ রেখেছেন বলে জানিয়েছে ডিজনপ্লাস হটস্টার। তারা জানিয়েছে, সরাসরি সম্প্রচারিত কোনো ক্রীড়া ইভেন্টে এটাই সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যার রেকর্ড।

এবারের বিশ্বকাপে শুরু থেকেই আলোচনায় ছিলেন দর্শকেরা। বিশেষ করে প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচে আহমেদাবাদের গ্যালারিভর্তি না থাকায় অনেক কথা হয়েছে। যদিও ভারতীয়রা দাবি করেছিলেন, সেদিনও মাঠে ছিল ৪০ হাজারের মতো দর্শক। বিশ্বকাপ শেষে আইসিসি জানিয়েছিল, ভারত বিশ্বকাপ আইসিসি ইভেন্টে সর্বোচ্চ দর্শকসংখ্যার রেকর্ড গড়েছে।

ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিবন্দী বিনিময় শুরু

কাতার (ওয়েবডেস্ক)ঃ কাতারের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলছেন, ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি শুরু হবে শুক্রবার গ্রীনিচ মান সময় ভোর পাঁচটায়। বিকেল চারটায় প্রথম দফা জিম্মি হস্তান্তর করা হবে। কাতার এই চুক্তিতে মধ্যস্থতা করছে।

মুখপাত্র মাজেদ আলআনসারি দোহায় সাংবাদিকদের বলেছেন, চুক্তির আওতায় গাজার উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে পূর্ণ যুদ্ধবিরতি হবে। তিনি আরও বলেন চুক্তির আওতায় ইসরাইলে বন্দী কয়েকজন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেয়া হবে।

জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস গত ৭ অক্টোবর ইসরাইল থেকে যাদের অপহরণ করেছিল, তাদের মধ্য থেকে ৫০ জন নারী ও শিশুকে ইসরাইলের হাতে ১৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দীর বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হবে।

শুক্রবার গাজা থেকে ১৩ জন জিম্মিকে হস্তান্তর করা হবে। এরপর এই অস্ত্রবিরতি চলাকালে প্রতিদিন দফায় দফায় ৫০ জন জিম্মির বাকিদের হস্তান্তর করা হবে।

শুক্রবার যেসব জিম্মি মুক্তি পাবার কথা, ইসরাইল তাদের একটা প্রাথমিক তালিকা পেয়েছে বলে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বৃহস্পতিবার ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই চুক্তির মধ্যস্থতায় সহায়তা করার জন্য কাতারের শেখ তামিম বিন হামাদ আলসানি এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেলফাত্তাহ আলসিসির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার ইসরাইলের সেনাবাহিনী

বলেছে, তারা গতকাল ৩০০টি হামাস লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে জঙ্গি গোষ্ঠীর ব্যবহৃত টানেল, গুদাম এবং এন্টি ট্যাংক অবস্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইসরাইল বলেছে, হামাসের মুক্ত করা অতিরিক্ত প্রতি ১০ জন জিম্মির জন্য যুদ্ধে চার দিনের বিরতি অতিরিক্ত একদিন করে বাড়ানো হবে। ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস বলেছে, তারা মুক্তির যেকোনো কাজে সহায়তা করতে পারে।

যুদ্ধবিরতির ফলে গাজায় ফিলিস্তিনিদের কাছে আরও মানবিক সহায়তা পৌঁছানো যাবে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই ধরনের সহায়তা ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, গাজায় ১৭ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার মধ্যে ৯ লাখ ৪৫ হাজার মানুষ জাতিসংঘের পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

যুক্তরাষ্ট্রকানাডা সেতুতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সন্ত্রাসবাদের কোনো ইঙ্গিত নেই

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বুধবার নিউইয়র্কের নায়াগ্রা জলপ্রপাতের একটি চেকপয়েন্টে যে একটি গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনও যোগসূত্র নেই। ঐ ঘটনায় গাড়ির ভিতর থাকা দু'জন নিহত হয় এবং কী ঘটেছিল সে নিয়ে প্রশ্নের মাঝেই কর্তৃপক্ষ একাধিক চেকপয়েন্ট বন্ধ করে দেয়।

গাড়িটি ঠিক কি কারণে মাত্রাতিরিক্ত গতিতে চেকপয়েন্টের দিকে ছুটে যায় এবং ভূমি থেকে শূন্যে উঠে মাটিতে আছড়ে পড়ে আগুন ধরে যায় তা বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত পরিস্কার বোঝা যায়নি।

এফবিআইয়ের বাফেলো অফিস এক বিবৃতিতে বলেছে, ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে কোনো বিস্ফোরক উপাদান পাওয়া যায়নি এবং সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনো যোগসূত্রও শনাক্ত করা যায়নি।

বৃহস্পতিবার থ্যাঙ্কসগিভিং ডে'র ছুটির আগে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ব্যস্ততম ভ্রমণের দিন ঐ দুর্ঘটনাটি ঘটে যখন গাড়িটি যুক্তরাষ্ট্রের থেকে রেইনবো ব্রিজের পথে চেকপয়েন্টের দিকে যাচ্ছিল। ঐ ব্রিজটি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে সংযুক্ত করে।

বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ জানিয়েছে, তারা দুর্ঘটনার বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। নায়াগ্রা জলপ্রপাত পুলিশ বিভাগের ক্র্যাশ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে।

নায়াগ্রা জলপ্রপাতের পুলিশ সুপার জন ফাসো এক বিবৃতিতে বলেন, ঘটনার জটিলতার কারণে তদন্ত শেষ হতে কিছুটা সময় লাগবে। এই মুহূর্তে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের পরিচয় ইতিবাচক হিসেবে সনাক্তকরণ এবং নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে খবর পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন রেইনবো ব্রিজ বন্ধ করে দিলেও বুধবার রাতে জানিয়েছে যে আরও তিনটি ক্রসিং পিস ব্রিজ, ভার্লপুল ব্রিজ ও লুইস্টন ব্রিজ খুলে দেওয়া হয়েছে। ঐ সেতুগুলোতে সাময়িকভাবে সতর্কতার কারণে যান চালাচল স্থগিত করা হয়েছিল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক কর্মকর্তা ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, সিবিপি অফিস অফ ফিল্ড অপারেশনস'এর এক কর্মীকে সামান্য আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, আমি আমেরিকান ও নিউইয়র্কবাসীর কাছে খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই এই মুহূর্তে কোনও সন্ত্রাসী হামলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

হোকুল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, যা তিনি ভয়ঙ্কর বলে বর্ণনা করেছেন।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো পার্লামেন্টে বলেছেন, নায়াগ্রা জলপ্রপাতে এটি অবশ্যই একটি অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতি।

বিবাহের সমতা মামলার রায় পুনর্বিবেচনা করবে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট, আর্জি শুনবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতে 'বিবাহের সমতা' মামলা যা সমলিঙ্গ অর্থাৎ দুই নারী বা দুই পুরুষের বিয়েকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার মামলা হিসাবেই পরিচিত হয়েছে, সেই মামলার রায় পুনর্বিবেচনার কথা জানাল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার ২৩ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ জানিয়েছে তারা আর্জি শুনবেন। আগামী ২৮ নভেম্বর এই ব্যাপারে শুনানি হতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টে একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ গত ১৭ অক্টোবর এই সংক্রান্ত দাবি খারিজ করে দিয়েছিল। যদিও পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের দু'জন বিচারপতি স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেছিলেন। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় ছিলেন তাদের একজন। বিচারপতি সঞ্জয় কাউলও সহমত ছিলেন প্রধান বিচারপতির সঙ্গে।

অপর তিন বিচারপতি রবীন্দ্র ভাট, হীমা কোহলি এবং পিএস নরসিমহা বিপক্ষে মত দেন। ফলে ৩:২ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাতিল হয়ে যায় আপিল। তিন বিচারপতির বক্তব্য ছিল, এই ব্যাপারে আদালত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এটা সংসদ অথবা সরকারের বিষয়।

আদালতে একাধিক সমলিঙ্গের দম্পতি এবং তাদের স্বার্থে কাজ করা সংগঠন দাবি জানিয়েছিল বিয়ের স্বীকৃতি না থাকায় তারা সন্তান দত্তক নিতে পারছেন না, পাচ্ছেন না বিমার সুবিধা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। সব দিক বিবেচনা করেই মামলার রায় পুনর্বিবেচনার কথা জানাল দেশের শীর্ষ আদালত।

টুকরো খবর

আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য যে আটটি মানদণ্ড গুরুত্বপূর্ণ

মালদ্বীপ ঃ যেকোন গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রথম ও পূর্বশর্ত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। তবে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার কিছু আন্তর্জাতিক মানদণ্ড রয়েছে। কিছু সর্বজনীন নীতি এবং নির্দেশিকার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে। গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রটোকল, ঘোষণা, চুক্তি এবং নানা ধরণের আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির আলোকে নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছে, সরকারের কর্তৃত্বের ভিত্তি তৈরি হবে জনগণের ইচ্ছার মাধ্যমে। নির্ধারিত সময় পরপর এবং প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হবে। উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের ১২ই জুলাই জাতিসংঘের কমিটি মানবাধিকার, ভোটাধিকার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত একটি ঘোষণা গ্রহণ করেছে। নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেখানে ২৫ টি বিষয় গ্রহণ করা হয়েছে। 'দ্য রাইট টু পার্টিসিপেট ইন পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, ভোটিং রাইটস এন্ড দ্য রাইট টু ইকুয়াল একসেস টু পাবলিক সার্ভিস' - শিরোনামের ঘোষণায় নির্বাচন ও ভোটাধিকার সংক্রান্ত নানা বিষয় উল্লেখ করা আছে।

বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। দুই হাজার পনের সালে যুক্তরাষ্ট্রের দ্য কার্টার সেন্টার ও জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিস একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে। সেখানে মূল বিষয় ছিল মানবাধিকার এবং নির্বাচনের মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করা। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের প্রতিষ্ঠিত 'দ্য কার্টার সেন্টার' বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুসংহত করার জন্য কাজ করে। দুই হাজার সতের সালে তাদের প্রকাশিত যৌথ প্রতিবেদনে বলা হয়, একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন জরুরী, কারণ এর মাধ্যমে সরকারগুলো বৈধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাতে মানবাধিকার রক্ষা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) তাদের এক রিপোর্টে বলছে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশের সরকার যৌথভাবে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত নানা ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছে। এগুলো সম্মান করতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো বাধ্য। পৃথিবীর নানা দেশে নির্বাচনের নানা পদ্ধতি রয়েছে। এনডিআই বলছে, কোন নির্বাচনী প্রক্রিয়া শতভাগ সঠিক নয়। সব জায়গায় উন্নত করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তারপরেও কিছু সর্বজনীন বিষয় আছে যার মাধ্যমে বোঝা যায় নির্বাচন কতটা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে ঃ

অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন

নির্বাচন ইনক্লুসিভ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক হবার ক্ষেত্রে দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের এনডিআই এর মতে, একটি হচ্ছে ভোটাররা যাতে ঠিকমতো অংশ নিতে পারে। অন্যটি হচ্ছে, যারা নির্বাচিত হতে চায় তাদের অধিকার যাতে ঠিকমতো রক্ষা করা হয়। প্রার্থীদের জড়ো হওয়া কিংবা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে। যুক্তরাষ্ট্রের কার্টার সেন্টার বলছেন, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে বলা হয়েছে, প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দল ভোটারদের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে।

নির্বিঘ্ন প্রচারণা

প্রার্থীরা যাতে ভোটারদের কাছে প্রচারণার জন্য ঠিকমতো পৌঁছাতে পারে সে সুযোগ তাদের দিতে হবে। এজন্য একটি নির্বাচনী পরিবেশ দরকার যেখানে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা তাদের বার্তা জনগণের কাছে ঠিকমতো পৌঁছে দিতে পারে সেজন্য তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। জনগণের সমর্থন পাবার জন্য রাজনৈতক দল এবং প্রার্থীরা যাতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার স্বাধীনতা থাকে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। উনিশশো চুরানব্বই সালের ২৬শে মার্চ প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সর্বসম্মত ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্রচারণার জন্য দেশজুড়ে প্রার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে যেতে পারে সেটি নিশ্চিত করা জরুরী।

স্বাধীন পর্যবেক্ষক

নির্বাচনের প্রতিটি দিক পর্যবেক্ষণের জন্য নাগরিক সংগঠনগুলো যাতে অংশ নিতে পারে সেজন্য অবশ্যই তাদের সুযোগ দিতে হবে। এটি এক অর্থে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয়। ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস প্রিন্সিপাল অনুযায়ী রাষ্ট্রের সুশাসন এবং জনগণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে অংশ নেয়া নাগরিকদের অধিকার রয়েছে। হিউম্যান রাইটস পিন্সিপাল এর ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষকদের গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করা আছে। ভোট দান এবং গণনার প্রক্রিয়া সঠিকভাবে হচ্ছে কী না সেটি স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা করা উচিত। ব্যালটের নিরাপত্তা এবং ভোট গণনার পদ্ধতির উপর মানুষের যাতে আস্থা থাকে সেজন্য স্বাধীন পর্যবেক্ষকের উপর জোর দেয়া হয়েছে। নির্দলীয় পর্যবেক্ষকদের বিষয়টি আরো কয়েকটি আন্তর্জাতিক সনদে উল্লেখ করা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের এনডিআই বলছে, পর্যবেক্ষকরা যাতে নির্বাচনের দিন কেন্দ্রে যেতে পারেন এবং নির্বাচনের আগে ও পরে তাদের সংশ্লিষ্ট কাজ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। পর্যবেক্ষকরা যাতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় করতে পারে এবং আর্থিক সহায়তা নিতে পারে সেটির অনুমতি দিতে হবে। তবে পর্যবেক্ষকদের হতে হবে স্বাধীন ও নির্দলীয়।

গণমাধ্যমে সমান সুযোগ

সরকারনিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা যাতে কথা বলতে পারে এবং তাদের সমানভাবে সুযোগ দেয়া জরুরী। এছাড়া নির্বাচন সংক্রান্ত কাভারেজ সঠিকভাবে দেবার জন্য বেসরকারি গণমাধ্যম যাতে নৈতিকভাবে এবং নির্বাচনের বিধিবিধান অনুসারে কাজ করে সেজন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে। ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়নের ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্রতিটি প্রার্থী এবং প্রতিটি দল যাতে প্রচারণার জন্য গণমাধ্যমে সমান সুযোগ পায় সেটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

স্বাধীন সংস্থা

জাতিসংঘ কমিটির গৃহীত ঘোষণায় বলা হয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচনী সংস্থা থাকতে হবে এবং নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। গোপন ব্যালটে ভোট দেবার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ভোটাররা যাতে তাদের অধিকার ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। এখানে কোন ধরণের বিধিনিষেধ কিংবা বৈষম্য থাকা যাবে না।

অন্যান্য বিষয়

ভোটাররা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে সেটির নিশ্চয়তা থাকতে হবে। কোন ধরণের ভয়ভীতি, অর্থের প্রলোভন কিংবা কোন অযাচিত প্রভাব যাতে ভোটারদের উপর না থাকে। এছাড়া ভোট দেবার পর ভোটাররা যাতে কোন প্রতিহিংসার শিকার না হয়। নির্বাচনে যেসব প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তাদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য যাতে ভোটারদের কাছে থাকে। যাতে ভোটাররা বুঝতে পারে তারা কাকে ভোট দিচ্ছে। ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরী। জাতিসংঘ কমিটির ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্রার্থীদের এজেন্টের সামনে ভোট গণনা করতে হবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
25:11:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

নির্বাচনকে 'গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক' দেখাতে আওয়ামী লীগ যা করছে

ঢাকা : জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল যখন সংসদীয় আসনে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে তখনও বিএনপি রয়েছে আন্দোলনের মাঠে। এ অবস্থায় প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে ছাড়াই বাংলাদেশে আরেকটি 'একতরফা নির্বাচন' হতে যাচ্ছে বলেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিএনপি অংশ না নিলেও এবার জাতীয় নির্বাচনটি ২০১৪ সালের চেয়ে 'ভিন্নভাবে' করতে চাইছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। ভোটার উপস্থিতি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোট করতে এবার নানা কৌশলেরও আশ্রয় নেবে আওয়ামী লীগ। বিএনপি এবং তাদের আন্দোলনে সঙ্গীরা বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিপক্ষে থাকলেও যথাসময়ে নির্বাচন শেষ করাই আওয়ামী লীগের মূল টার্গেট। প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি অংশগ্রহণ না করলে আগামী নির্বাচনে ভোটের মাঠে এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখানো এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটারকে কেন্দ্রে আনাটাই এখন আওয়ামী লীগের বড় লক্ষ্য। বিএনপিকে ছাড়া একটি জাতীয় নির্বাচন কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক করা হবে?

মধ্যপ্রাচ্যে শিয়াসুন্নি মতভেদ যেভাবে প্রভাব ফেলেছে ফিলিস্তিনেও

তেহরান (এজেন্সী) ঃ হামাস এবং ইসরায়েল যুদ্ধে অধিকাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানালেও মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সাধারণত ঐকমত্যের প্রবণতা দেখা যায় না। আর এর পেছনে একটা বড় কারণ হিসেবে কাজ করে শিয়াসুন্নি দ্বন্দ্ব।

সারা বিশ্বে মুসলিমরা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত- শিয়া এবং সুন্নি। মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বড় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ইরান ও সৌদি আরবের জটিল সম্পর্ক ও টানাপড়েনের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এই বিভাজন।

হামাসের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধেও প্রভাব রয়েছে এই শিয়াসুন্নি দ্বন্দ্বের। ফিলিস্তিনের পক্ষে নৈতিক সমর্থনে এক ধরনের অবস্থান দেখা গেলেও দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব মুছে যায়নি।

শিয়াসুন্নি বিভাজনের শুরুটা হয়েছিল ৬৩২ সালে ইসলামের নবী মোহাম্মদের মৃত্যুর পর। সেসময় মুসলিমদের নেতৃত্ব কে দিবে সেখান থেকে সূত্রপাত হওয়া দ্বন্দ্ব এখনো বিভাজন টিকিয়ে রেখেছে।

যদিও উভয় সম্প্রদায়ই বহু শতাব্দী ধরে একসাথে বসবাস করে আসছে। দুই দিকের বিশ্বাস ও রীতিনীতিতেও অনেক মিল রয়েছে। কিন্তু মতবাদ, ইবাদত, শরিয়াহ ও নেতৃত্বের ব্যাপারেও তাদের মতভেদ রয়েছে।

বিশ্বজুড়ে যারা ইসলামে বিশ্বাসী তাদের অধিকাংশই সুন্নি সম্প্রদায়ের।

একটি হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলিম এই শাখার সাথে যুক্ত। এই পক্ষের মানুষ নিজেদেরকে ইসলামের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ও রক্ষণশীল সম্প্রদায় হিসেবে দেখে।

সুন্নি শব্দটি এসেছে 'আহল আল সুন্নাহ' শব্দ থেকে। এর অর্থ যারা সুন্নাহ অনুসরণ করেন।

সুন্নাহ বলতে নবী মোহাম্মদ এবং তাঁর সাহাবীদের কর্মের উপর ভিত্তি করে যে শিক্ষা অনুশীলন করা হয় সেটাকে বোঝায়। সুন্নিরা কুরআনে বর্ণিত সব নবীদের সম্মান করে যাঁদের মধ্যে শেষ নবী ও রাসূল মোহাম্মদ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করেন।

সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম আলেমদেরকে দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। আর সুন্নি আলেমদের শিক্ষা সাধারণত ইসলামি আইনি ব্যবস্থার অধীনে চারটি মাজহাব থেকে এসেছে।

বিশ্বের অনেক মুসলিম প্রধান দেশ সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এর ঐতিহ্য সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সৌদি আরবে।

শিয়াদের শুরুটা হয়েছিল মূলত একটা রাজনৈতিক দল 'শিয়াত আলী' বা 'আলীর দল' হিসেবে।

আলী ছিলেন নবী মোহাম্মদের জামাতা এবং একাধারে ইসলামের চার খলিফার অন্যতম। শিয়ারা দাবি করে যে শুধু আলী এবং তার বংশধরদের মুসলমানদের নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার ছিল।

খিলাফতকালে ষড়যন্ত্র, সহিংসতা এবং গৃহযুদ্ধের কারণে আলীর মৃত্যু হয়েছিল। শিয়ারা বিশ্বাস করে যে আলীর মৃত্যুর পর তার পুত্র হাসান বা হোসেইনের খেলাফত পাওয়া উচিত ছিল যেটা হয়নি।

ধারণা করা হয়, হাসানকে উমাইয়া রাজবংশের মুসলিম নেতা মুয়াবিয়া বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। আর তার ভাই হোসেইন পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যসহ কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান।

এই ঘটনাগুলো শিয়াদের মধ্যে শাহাদাত ও শোক পালনের ধারণার জন্ম দেয়।

শিয়াদের মধ্যেও আলেমদের শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে। এই আলেমরা ইসলামি গ্রন্থের ব্যাখ্যার অনুশীলন করেন।

ধারণা করা হয় বর্তমানে বিশ্বে ১২ কোটি থেকে ১৭ কোটি শিয়া রয়েছে এবং প্রতি ১০ জন মুসলিমের একজন শিয়া। অর্থাৎ মোট মুসলিম জনসংখ্যার ১০ শিয়া।

ইরান, ইরাক, বাহরাইন, আজারবাইজানে এবং কিছু অনুমান অনুযায়ী ইয়েমেনে শিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তবে আফগানিস্তান, ভারত, কুয়েত, লেবানন, পাকিস্তান, কাতার, সিরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আমিরাতেও শিয়াদের উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা রয়েছে।

শিয়ারা সাধারণত সুন্নি শাসিত দেশগুলিতে সবচেয়ে দরিদ্র গোষ্ঠী। শিয়ারা নিজেদেরকে নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হিসেবে দেখে। সুন্নি চরমপন্থিদের কেউ কেউ শিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের প্রচারও করে।

যেমন পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে প্রায়ই শিয়া উপাসনালয়ে আক্রমণের ঘটনা দেখা যায়।

উভয়ের মধ্যে এই বিভাজন অনেক সময়ই মধ্যপ্রাচ্যে কারা জোট হিসেবে থাকবে বা কাদেরকে শত্রু হিসেবে দেখা হবে সেটা নির্ধারণ করে।

১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লব এই অঞ্চলে একটি শিয়া মৌলবাদী ইসলামি অ্যাজেন্ডা চালু করেছিল। উপসাগরীয় দেশগুলোর সুন্নি সরকারের জন্য এটি ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। বিপ্লবের পর ইরান নীতি গ্রহণ করে দেশের বাইরের শিয়া ও মিলিশিয়াদেরও সাহায্য করার। এটি মোকাবেলায় সুন্নি দেশগুলোও বিভিন্ন আন্দোলনে সমর্থন দিতে শুরু করে।

১৯৭৯ এ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর ইরাক, লেবানন ও সিরিয়ার শিয়াদের সমর্থন দিতে থাকে ইরান।

উদাহরণস্বরূপ লেবাননের গৃহযুদ্ধে ইরান-সমর্থিত হেজবুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে সুন্নি দল তালেবানকে দেখা হয় অনেকটা চরমপন্থি হিসেবে যারা প্রায়শই শিয়াদের ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা চালায়।

ইরাক এবং সিরিয়ার সাম্প্রতিক সংকটেও দুই গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নজির দেখা যায়।এসব দেশে অনেক তরুণ সুন্নি অস্ত্র তুলে নেয়। তাদের মাঝে সুন্নি গোষ্ঠী আল-কায়েদার চরমপন্থি মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করে।

সিরিয়ার শিয়া দলগুলো দেশটির সরকারের পাশে থেকে বাশার আল আসাদের সমর্থনে লড়াই করছে এবং তার প্রশাসনকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করেছে।

তবে ইরান ও সৌদি আরব উভয়েই সুন্নি মতাদর্শ ইসলামিক স্টেটকে তাদের অভিন্ন শত্রু মনে করে।

গত কয়েক দশক ধরে ইরান ও সৌদি আরবের আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের লড়াই চলছে যার পেছনে ধর্মীয় বিভাজনও একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। গাজা উপত্যকায় চলমান সংঘাতেও তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব দৃশ্যমান।

অনেক বিশ্লেষক মনে করেন ৭ই অক্টোবর হামাসের হামলার পেছনে ইরান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েল ও সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আলোচনা ভেস্তে দেয়া।

কারণ এটা ঘটলে ইরানের প্রধান তিন শত্রু ইসরাইল, সৌদি আরব ও আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। এমন চুক্তির পরিবেশ তৈরিতে আমেরিকা ভূমিকা রেখেছে।

হামাস একটি সুন্নি গোষ্ঠী হলেও কয়েক দশক ধরে ইরানের মিত্র। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হামাসকে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেয় ইরান।

আবার মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য গোষ্ঠী যারা হামাসকে সমর্থন করেছে এবং এই যুদ্ধের শুরু থেকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে তারা হল লেবাননের হেজবুল্লাহ গোষ্ঠী এবং ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। তারা উভয়ই শিয়া গোষ্ঠী যারা তেহরানের মিত্র।

সেদিনের হামাসের হামলার পর ফিলিস্তিনে ক্রমাগত হামলা শুরু করে ইসরায়েল এ প্রেক্ষাপটে সৌদি আরব-ইসরায়েল চুক্তির বিষয়টি থেমে যায়। সৌদি আরবের রাজপরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি প্রিন্স তুর্কি আল ফয়সাল সাধারণ মানুষের ক্ষতি করার জন্য ইসরাইল ও হামাসের সমালোচনা করেছেন।

যদিও ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি সৌদি আরব সরকার।

আরও এক খালিস্তানপন্থীকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ, ভারত বলছে 'তদন্ত হবে'

নয়াদিল্লি ঃ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত খালিস্তানপন্থী এক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে হত্যার ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ উঠেছে ভারতের বিরুদ্ধে, বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লি তার জবাব দিয়েছে। এর আগে ব্রিটিশ সংবাদপত্র ফিনান্সিয়াল টাইমসের খবরে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক একজন খালিস্তানপন্থী নেতাকে মার্কিন মুলুকে বসেই হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, আর এ নিয়ে ভারতকে সতর্কও করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কয়েকজন অপরাধী ও সন্ত্রাসীসহ অন্য কয়েকজনের সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছে, সেগুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র ফিনান্সিয়াল টাইমস দাবি করেছিল, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সেদেশের নাগরিক একজন শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীকে হত্যার ষড়যন্ত্র তারা ব্যর্থ করেছে এবং ওই ষড়যন্ত্রে ভারত সরকারের জড়িত থাকার বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছে ওয়াশিংটন।

ওই প্রতিবেদনে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়নি।

ফিনান্সিয়াল টাইমসের খবর অনুযায়ী, ওই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার নাগরিক গুরপতওয়ন্ত সিং পান্নু, যিনি 'শিখস্ ফর জাস্টিস' নামে একটি সংগঠনের আইনজীবী। ওই সংগঠনটি একটি স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র খালিস্তান গঠনের প্রচারাভিযান চালায়। মি. পান্নুকে ২০২০ সালে 'সন্ত্রাসী' ঘোষণা করে ভারত।

কী অভিযোগ করছে যুক্তরাষ্ট্র?

ফিনান্সিয়াল টাইমসের খবর অনুযায়ী, জুন মাসে কানাডায় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার পর, মি. পান্নুকে হত্যার ষড়যন্ত্রের তথ্য তার মিত্র দেশগুলিকে জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।

গত জুনে মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওয়াশিংটন সফরের পরে বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানায় যুক্তরাষ্ট্র।

কূটনৈতিক পর্যায়ে ভারতকে সতর্ক করার পাশাপাশি মার্কিন সরকারি আইনজীবীরা কথিত ষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য নিউইয়র্ক জেলা আদালতে একটি সিলমোহর খামে মামলা দায়ের করেছেন।

বর্তমানে মার্কিন বিচার বিভাগে আলোচনা চলছে যে ওই মামলাটি জনসমক্ষে আনা হবে নাকি মি. নিজ্জারের মৃত্যু নিয়ে কানাডা যে তদন্ত চালাচ্ছে, সেটা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। ব্রিটিশ সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, মার্কিন বিচার বিভাগ এবং এফবিআই এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজী হয় নি।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদও এ বিষয়ে কিছু বলতে চায় নি। তারা শুধু জানিয়েছে, তারা 'আইনি বিষয়' এবং 'গোপনীয় কূটনৈতিক যোগাযোগ' নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করে না। ভারতের আপত্তির পর ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছে কি না বা এফবিআই হস্তক্ষেপ করে কোনও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছে কিনা তা জানায়নি সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিক্রিয়া

ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি জারি করেছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেছেন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনার সময় মার্কিন পক্ষ সংগঠিত অপরাধী, অবৈধ বন্দুক ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাদের কাছে ভাগ করে নিয়েছে।

এই তথ্য উভয় দেশের জন্য উদ্বেগের বিষয় এবং তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মি. বাগচী বলেন, ভারত তাদের দিক থেকে এই তথ্যকে গুরুত্বসহকারে নিয়েছে কারণ এটি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেও আঘাত হানছে। গুরপতওয়ন্ত সিং পান্নু একজন খালিস্তানপন্থী আমেরিকান আইনজীবী। পাঞ্জাবের অমৃতসরের কাছে আদি বাসস্থান ছিল তার। তাকে প্রায়শই কানাডায় খালিস্তানপন্থী অনুষ্ঠান এবং বিক্ষোভে দেখা যায়।

ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রশাসন তাকে হত্যার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল কিনা তা বলতে অস্বীকার করেছেন মি. পান্নু। মি. পান্নু বলেন, আমেরিকার মাটিতে আমেরিকান নাগরিকদের জন্য হুমকি আমেরিকার সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি এবং আমি নিশ্চিত যে বাইডেন প্রশাসন এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম।

পান্নু গত সপ্তাহে শিখদের এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ভ্রমণ না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন। ওই ঘটনায় প্রতিক্রিয়ায় ভারতের সন্ত্রাস দমন এজেন্সি এনআইএ ভারতে মি. পান্নুর বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের করেছে।

চলতি বছরের জুনে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী হরদীপ সিং নিজ্জারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গত সেপ্টেম্বরে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছিলেন, নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে ভারতের হাত থাকার 'বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ' রয়েছে। মি. ট্রুডো ওই অভিযোগ তোলার পরে ভারত আর কানাডার মধ্যে এক অভূতপূর্ব কূটনৈতিক সংঘাত শুরু হয়।

কানাডার অভিযোগকে ভারত 'ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক' বলে অভিহিত করেছিল, তবে এবার যুক্তরাষ্ট্রে কথিত ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের খবরে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে নতুন দিল্লি।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো যখন মি. নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে ভারতের জড়িত থাকার অভিযোগ এনে তদন্তে সহযোগিতা চেয়েছিলেন, তখন ভারত তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। ভারত কেবল এই অভিযোগই প্রত্যাখ্যান করেনি, এমন কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে যা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক খুব খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। দিল্লিতে কানাডিয়ান হাই কমিশনে কূটনীতিকদের সংখ্যা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল ভারত। কানাডায় ভারতীয় হাই কমিশনে উপস্থিত ভারতীয় কূটনীতিকদের সংখ্যার চেয়ে তাদের সংখ্যা কম বলে জানিয়েছে ভারত। কানাডা ভারতের অবস্থানকে আন্তর্জাতিক চুক্তির লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে এবং তাদের ৪১ জন কূটনীতিককে ফিরিয়ে নিয়েছে। ভারত কানাডিয়ানদের জন্য ইভিসা পরিষেবাও বন্ধ করে দিয়েছিল, যা সম্প্রতি দুই মাস পরে আবারও শুরু হয়েছে।

নেদারল্যান্ডসে নির্বাচনে ইসলামবিরোধী রাজনৈতিক দলের জয়

নেদারল্যান্ড (এজেন্সী) ঃ নেদারল্যান্ডসের সাধারণ নির্বাচনে নাটকীয় জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশটিতে ইসলাম বিরোধী হিসেবে সুপরিচিত নেতা গ্রিট ওয়াইল্ডার। দেশটির নির্বাচনে বুথ ফেরত জরিপে এ চিত্র উঠে এসেছে। জরিপে দেখা যাচ্ছে, ২৫ বছর যাবত সংসদে থাকা ফ্রিডম পার্টি ৩৫টি আসনে জয়ের পথে আছে। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামপন্থী জোটের চেয়ে ফ্রিডম পার্টি অনেক এগিয়ে আছে।

ফ্রিডম পার্টিকে এখন আর অবহেলা করা যাবেনা। এখন আমরা দেশ চালাবো, বলেন গ্রিট ওয়াইল্ডার। এই ফলাফল যদি শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হয় তাহলে সেটি হবে ডাচ রাজনীতির জন্য বড় এক ঝাঁকুনি। কিন্তু ফ্রিডম পার্টিকে তাদের সাথে সরকারে জোট সঙ্গী খুঁজে পেতে সংগ্রাম করতে হবে। পার্লামেন্টে ৩০০টি আসনের মধ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন দল পায়নি। সরকার গঠন করতে হলে ৭৬টি আসনের প্রয়োজন। সেজন্য ফ্রিডম পার্টিকে অবশ্যই জোট সরকার গঠন করতে হবে।

ফ্রিডম পার্টির পরে যে তিনটি বড় দলের অবস্থান রয়েছে তারা এরই মধ্যে মি. ওয়াইল্ডারের নেতৃত্বে সরকারে যোগ না দেবার কথা জানিয়ে দিয়েছে।

বিজয়ী ভাষণে ৬০ বছর বয়সী মি. ওয়াইল্ডার বলেন, আমরা দেশ শাসন করতে চাই এবং ৩৫টি আসন দিয়ে আমরা দেশ শাসন করবো। ৩৫টি আসন অনেক বড় বিষয় এবং অনেক বড় দায়িত্বও বটে। বামপন্থী জোট নির্বাচনে ২৫টি আসনে বিজয়ী হয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই জোটের নেতা ফ্রাঁ টিমারম্যানস বলেছেন, ফ্রিডম পার্টির সাথে কোন সমঝোতায় তিনি যাবেন না। তিনি সমর্থকদের বলেন, এখন ডাচ গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনকে রক্ষা করার সময়।

আমরা কাউকে এখান থেকে যেতে দেব না। নেদারল্যান্ডস-এ সবাই সমান।

নির্বাচনে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে থাকা বড় দুটি দলের সমর্থনে চেষ্টা করবে ফ্রিডম পার্টি।নির্বাচনে তৃতীয় অবস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দিলান ইয়েসিলগোজ-এর নেতৃত্বে মধ্য-ডানপন্থী দল এবং চতুর্থ স্থানে থাকেবে পিটার ওমটজিগট-এর নতুন রাজনৈতিক দল।

উভয় নেতা ফ্রিডম পার্টিকে অভিনন্দন জানিয়েছে তাদের সাফল্যের জন্য। মিস্ ইয়েসিলগোজ এ সপ্তাহে বলেছেন তিনি মি. ওয়াইল্ডারের নেতৃত্বে ক্যাবিনেটে কাজ করবেন না। যদিও মি. ওয়াইল্ডারের সাথে কাজ করার সম্ভাবনা তিনি পুরোপুরি খারিজ করে দেননি।

মি. ওয়াইল্ডারের নেতৃত্বে ফ্রিডম পার্টির জয় ইউরোপজুড়ে একটি বড় ধাক্কা দেবে। কারণ, নেদারল্যান্ডস হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

৬০ বছর বয়সী মি. ওয়াইল্ডার ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে নেদারল্যান্ডস বের হয়ে আসার জন্য গণভোটের আয়োজন করতে চান, যেটাকে তিনি 'নেক্সিট' হিসেবে বর্ণনা করছেন। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসার মতো আবহ দেশের ভেতরে নেই।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি অবশ্য ভাষা পরিবর্তন করে বলেছেন যে নেদারল্যান্ডস-এ ইসলাম নিষিদ্ধ করার চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন আছে। সেজন্য তিনি বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখতে চান।

তার এই কৌশল কাজে দিয়েছে এবং তার দল গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ আসনে জয়লাভ করেছে।

বুধবার বিজয়ী ভাষণে মি. ওয়াইল্ডার বলেন, ডাচ ভোটাররা তাদের তাদের 'আশার পূরণের পক্ষে' কথা বলেছে।

এর আগের সরকারকে নিয়ে নেদারল্যান্ডস-এ যে হতাশা ছিল সেটি নির্বাচনী প্রচারণার সময় কাজে লাগিয়েছে ফ্রিডম পার্টি। অভিবাসন নীতি নিয়ে বিরোধের জের ধরে বিগত সরকার ভেঙ্গে যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও টোয়েন্টি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মার্টিন রোসেমা বলেন, যে কয়েকটি বিষয় মি. ওয়াইল্ডারকে সুবিধা দিয়েছে তার মধ্যে বিগত সরকারের অভিবাসন ইস্যুটি অন্যতম। আন্তর্জাতিক উদাহরণ থেকে আমরা দেখি যে উগ্র ডানপন্থী দলগুলো যখন ক্ষমতার বাইরে থাকে তখন তারা আরো বেশি খারাপ হয়, বলেন অধ্যাপক মার্টিন রোসেমা। মি. ওয়াইল্ডার বুধবারের ভাষণে বলেছেন, তিনি 'শরণার্থী ও অভিবাসনের সুনামি' বন্ধ করবেন।